তুই পূর্ব্বেও পথিমধ্যে কহিয়াছিলি চত্বারিংশৎ ক্রোশ বালুকা ময় ভূমি ইহার মধ্যে কোন স্থানে তৃণ বৃক্ষাদি কিছু নাই, আর এই চল্লিশ ক্রোশের মধ্যে নদ নদি আদি কিছু নাই; আমার লোক নদি দেখিয়া জানাইতে আসিয়াছে তুই সকল মনুষ্যকে মিথ্যা কহিয়া ভয় দেখাইয়াছিলি, তখন সে কহিল আমি তোমার ও তোমার পিতার নিকট শপথ ও সত্য করিয়াছি মিথ্যা কহিবনা তত্রাপি আমাকে বাঁন্ধিয়া লইয়াছ সত্য কহিয়া ও শপথ করিয়াও আমার বন্ধন মোচন হইলনা তবে আর সত্য কহিবার আবিশ্যক কি, তখন এছফন্দিয়ার তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্তকরিয়া পারিতোষিক প্রদান করিয়া কহিলেন তোকে পুনর্ব্বার কহিতেছি যখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিবো তাহা সত্য কহিস তবে আরচাস্পকে মারিলে এ রাজ্যের বাদসাহি তোকে দিব; আর যদি কোন প্রকারে মিথ্যা প্রকাশ হয় তৎখনাত মাথা কাটীব। করগছার ছেলাম করিয়া কহিল আমি সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহিয়াছি কেবল অদ্য এক কথা মিথ্যা কহিয়াছিলাম তাহার কারণ পূর্ব্ব নিবেদন করিয়াছি আমার সে অপরাধ ক্ষেমা কর। পরে তাহাকে কহিলেন জাহাতে সকল সেনা অক্লেশে পারে যাইতে পারে তাহা কর, তখন করগছার নদির তীরে আসিয়া যে স্থানে কিঞ্চিৎ জল ছিল সেই স্থান দিয়া তাবৎ লোককে নদপার করিয়া দুর্গের পাচ ক্রোস অন্তরের হিল। এছফন্দিয়ার করগছারকে কহিল কিপ্রকারে এইচিনের রোয়িন দুর্গ অধিকার হয় তাহার উপায় বল? সে কহিল আমার বুদ্ধিতে কোন উপায় আইসে না কারণ অষ্টধাতুর দুর্গ ইহার উত্তরে অগম্য পর্ব্বত; দক্ষিণে

সমুদ্র পশ্চিমে অষ্টধাতুর প্রাচির তাহাতে এক দ্বার মাত্র তাহাতে অনেক রক্ষক আছে বাদসাহের আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেনা; এই দুর্গের মধ্যে বাদসাহের বাটী ও নগর ও তাবত্ত প্রজার বসতি এবং উদ্যানক্ষেত্র ইহার অন্য কোন দিগে গমনা গমনের পথনাই যদি সহস্র বৎসর দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাক তত্রাপি কিছু করিতে পারিবা না; এছফন্দিয়ার কহিল আমি আরচাম্পা বাদসাহকে নষ্ট করিয়া তাহার পরিবার গণকে ধৃত করিয়া লইয়া জাইব। ইহা শুনিয়া করগছার রাগত হইয়া কহিল আমি তোমার অতি দুর্ভাগ্য দেখিতেছি; চিনের বাদসাহ তোমার মস্তক ছেদন করিয়া তোমার রক্তে পৃথিবিকে কর্দ্দম করিবে আর তোমার সরির শৃগাল কুক্কুরেদিয়া খাওয়াইবে এইরূপ অনেক দুঃবাক্য কহিল তাহাতে এছফন্দিয়ার রাগত হইয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ।।

এছফন্দিয়ার গোপনে দুর্গ দেখিবার ও
প্রবেশ করিবার বিবরণ ।।

রাত্রি যোগে গোপনে কএক জন লোক সঙ্গে লইয়া দুর্গ দেখিতে গেলেন নিকট গিয়া দেখিলেন যে পশ্চিমদিগে অষ্টধাতুর নির্ম্মিত প্রাচির তাহার ভিত চল্লিষ গজ উর্দ্ধে দৃষ্টি হয় না এই রূপ তিন ক্রোষ দেখিয়া ফিরিয়া আপন শিবিরে আসিয়া ভ্রাতা ও সরদার দিগকে ডাকিয়া কহিলেন যদি ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন তবে এই দুর্গ অধিকার হইবে নত্বা এদুর্গ মধ্যে প্রবেশকরণে সাধ্যনাই; একসত বৎসর বেষ্টনকরিয়া

থাকিলেও কেহ কিছুই করিতে পারেনা। করগছার জাহা কহিয়াছিল সে কথা সত্য আমি চিনের দুর্গ দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছি কারণ সমুদয় বাদসাহের দেশে গিয়া সকল বাদসা-হের দুর্গ দেখিয়াছি কিন্তু এমন অষ্ট ধাতুর গড় কোন দেশে দেখি নাই; এদুর্গ কিপ্রকারে অধিকার করি তাহার পরামর্স কর। সরদারেরা কহিল যদি এমত দুর্গম দুর্গ হয় তবে ফি-রিয়া জাওয়ায় সতপরামর্স, এছফন্দিয়ার কহিল সে কথা সত্য বটে কিন্তু ফিরিয়া যাইতে আমার মন হয় না যে হেতু আমার মনে সর্ব্বদা উদয় হইতেছে যে ঈশ্বর অতি দয়াল যে তাঁহাকে আশ্রয়করে তিনিতাহাকে অবিশ্যআশ্রয় দেন, আমি তাঁহাকে আশ্রয়করিয়া এই হপ্তখানের দুর্গম পথ দিয়া সকল আপদ হইতে তাঁহার কৃপায় মুক্ত হইয়া এপর্য্যন্ত আসিয়াছি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কেহনিরাসা হয় নাই আমি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছি তিনি কৃপা করিয়া আমারমানসপূর্ণ অবস্য করিবেন ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎকাল মনোমধ্যে বিবেচনা করি-য়া সকলকে কহিল যে আমার মনে পরমেশ্বর কৃপা করিয়া এক উপায় উদয় করিলেন তাহা শুন; আমি তোমার দিগের এইস্থানে সেনা সহিত রাখিয়া বণিক বেশে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন সেইস্থানে থাকিয়া সন্ধান করিয়া যদি মারিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব তদবেতিরেকে যুদ্ধ করিয়া এ দুর্গ মারা অতি সুকঠিন প্রাণের আশা ত্যাগ না করিলে কোন কঠিন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না অত এব আমি প্রাণেরআসা ত্যাগকরিয়া সওদাগরের বেশে দুর্গমধ্যে অবশ্য জাইব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ঈশ্বর

অবশ্য আমাকে দয়া করিবেন ইহা কহিয়া স্বংপারে একসত উষ্ট্র আনাইয়া দশ উষ্ট্রে নানা প্রকার উত্তম জারির ও রেশমের বস্ত্র পাঁচ উষ্ট্রে হিরক মুক্তাদি নানা রত্ন ও পাচ উষ্ট্রে বাদসাহী পরিচ্ছদ এবং উপবেশনীয় আসন এই কুড়ি উষ্ট্রে বোঝাই করিয়া বাকি আসি উষ্ট্রে আসি জোড়া সিন্ধুক তাহার মধ্যে একসত্ত সাইটজন বলবান মল্ল আর একসত বলবান্ যোদ্ধা তাহারা উষ্ট্র ররক্ষক এইপ্রকার আয়োজন প্রস্তুত করিয়া আপন ভ্রাতা বশোত্তনকে কহিলেন তুমি সৈন্য লইয়া সাবধান পূর্ব্বক এইস্থানে থাকিবা যে দিবস এই দুর্গের উপর অতি প্রচণ্ড প্রজলিত অগ্নি তোমারদিগের দৃষ্ঠী গোচর হইবে তৎখনাত এস্থান হইতে যাত্রা করিয়া সসৈন্য দুর্গ মধ্যে বেগায়প্রবেশ করিয়াতাহারদিগে সংহার করিতে আরম্ভ করিবা

এছফান্দয়ার বণিক বেশে দুর্গ প্রবেশ করিবার বিবরণ

আপনি ও সঙ্গিগণ সকলে সওদাগরের ন্যায় পোসাকপরিধানকরিয়া উষ্ট্র সকল লইয়া যাত্রা করিয়াকয়েক দিন মাঠে২ বেড়াইয়া দুর্গের বাহিরে এক সরাইতে আগত হইয়া প্রচার করিলেন যে আমি সওদাগরিকরিবার নিমিত্ত্য ইরান হইতে চিন দেশে আসিয়াছি, ইহা শুনিয়া রক্ষকেরা বাদসাহরনিকট জ্ঞাপন করিল যে একজন প্রধান সওদাগর একসত উষ্ট্রতে নানা প্রকার দিব্য লইয়া পশ্চিম ইরান হইতে চিন দেশে সওদাগরি করিতে আসিয়া দুর্গ প্রান্তে সে এক সরাইতে আছে যেমত অনুমতি হয় ? বাদসাহ শুনিয়া দুর্গ মধ্যে আনিতে

আজ্ঞা করিলেন, তখনরক্ষকেরা গিয়া এছফন্দিয়ারেরকে দুর্গ মধ্যে আনিল এছফন্দিয়ার নগর মধ্যে এক স্থানে বাসা করিয়া রক্ষক গণকে কহিলেন আমার বাসনা এই যে বাদসাহের সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া কিছু উপঢৌকন প্রদান করি তোমরা বাদসাহকে জানাইয়া অনুমতি লইয়া আমাকে লইয়া চল তাহারা পুনর্ব্বার বাদসাহের নিকট গিয়া এই কথা জানাইলে এছফন্দিয়ারকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন; এছফন্দিয়ার অনেক উত্তম রত্ন ও অন্য বহু মূল্য দ্রব্য লইয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষ্যাত করিলে আরচাম্পা বাদসাহ তুষ্ট হইয়া অনেক সম্মান করিয়া আপন নিকটে এক চৌকিতে বসাইয়া নাম ও ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন? এছফন্দিয়ার কহিল আমার নাম খররাদ ইরান দেশে বসতি। পরে বাদসাহ কহিলেন ওহে খররাদ, ইরানের সকল সংবাদ জ্ঞাত আছ; করগছারকে এছফন্দিয়ার ধরিয়া কয়েদ রাখিয়াছিল সে আছে কি নাই আর গোস্তাস্প ও এছফন্দিয়ার কি মন্ত্রনা করিতেছে? খররাদ শওদাগর কহিল আমি ইরান হইতে পাঁচমাস বাহির হইয়াছি তখন কোন কথা শুনিনাই পথে আসিয়া যখন চিন দেশের নিকটে অইলাম তখনপথিক লোকেরমুখে শুনিয়াছি এছফন্দিয়ার অনেক সেনা লইয়া হপ্তখানের পথ দিয়া এথানে আসিতেছে, আরচাম্পা ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিল হপ্তখানের পথে পক্ষ জাইতে পারেনা এছফন্দিয়ার কি প্রকারে আসিবে, খররাদকেকহিলেন তুমি এখন বাসায় বিদায় হও যখনতুমি আমারসহিত সাক্ষ্যাত করিতে বাঞ্ছাকরিবে তখনি আসিব। অনুমতি করিলাম এবংরক্ষকদিগকে আজ্ঞা

করিলেন যখনখররাদ সওদাগর আমারনিকট আসিতে ইচ্ছা করিবে তখনি আনিবা আরআমার অনুমতির আবিশ্যকনাই তৎপরে খররাদ বিদায় হইয়া আপন বাসায়আইল এবংসেই স্থানে কুয় বিকুয় আরম্ভ করিল। এছফন্দিয়ারের দুইভগ্নি আরচাস্প বাদসাহর বাবরচি খানা অর্থাৎ পাকশালা পরিস্কার করিবার কর্ম্মে নিযুক্তা ছিলা, ইরান হইতে সওদাগর আসিয়াছে শুনিয়া তাহার নিকট আইলে এছফন্দিয়ার তাহার দিগেকে দূর হইতে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া আপনমুখ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিল; তাহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল গোস্তাস্প আর এছফন্দিয়ার কেমনআছে? এছফন্দিয়ার কহিল আমি সওদাগর বাদসাহর বাটীর সংবাদ জ্ঞাতনাহি পুনরায় তাহারা কহিল যখন আপন ইরানজাইবা গোস্তাস্প ও এছফন্দিয়ারকে এই কথা কহিবে আমরা তাহারদিগের কন্যা ও ভগ্নি হইয়া আরচাস্প বাদসাহর রন্ধনশালা পরিস্কার করিয়া কাল যাপন করিয়া থাকি তাহারা ইহা শুনিয়া ও দুঃখে আহার নিদ্রা করিতেছেন, এছফন্দিয়ার গর্জ্জন করিয়া কহিল গোস্তাস্প ও এছফন্দিয়ারেরনাম পৃথিবী হইতে লোপ হউক তাহারা শীঘ্র মরুক তাহার দিগের নিকট আমার কোন আবিস্যক নাই, এছফন্দিয়ারের জ্যেষ্ঠা ভগ্নি তাহার স্বরের দ্বারা বোধ করিল যে এই এছফন্দিয়ার কিন্তু কনিষ্ঠা বুঝিতে পারিলনা, উভয়ে তৎক্ষণাত বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার রাত্রিযোগে দুইজনে আসিয়া কহিল তোমাকে কোন গোপনীয় কথা কহিব, এছফন্দিয়ার তাহারদিগের দুইজনকে লইয়া কহিল তোমারদিগকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি নতুবা

এই হস্তখানের দুর্গম পথে কে আইসে তোমরা আর কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক কোন মতে আমার নাম ও এখানে আসিয়াছি একথা প্রকাশ করিওনা আমি সময় বুঝিয়া তোমাদের ডাকিয়া লইব, তাহারা ইহা শুনিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার দিগের বাসস্থানে গেল। এছফান্দিয়ার প্রত্যাহ নগর দর্শন ছলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পথ ঘাটের অনুসন্ধান করেণ; কিয়ৎ দিবসপরে একদিন আরচাস্পবাদসাহের সমীপে গিয়া অনেক কথপকথনের পর এছফান্দিয়ার কহিল যখন আমি এতদ্দেশে আসি এক দিবস পথিমধ্যে ঝড বৃষ্টী হইয়া সকলে মারা পড়িবার উপক্রম হইয়া সকলে ঈশ্বরের উদ্দেশে বিস্তর রোদন করিলাম আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম যে আমারদিগের সকলকে এদায় হইতে মুক্ত করিয়া রক্ষা কর আর ঈশ্বরের স্থানে মানসা করিয়াছিলাম যদি এ আপদ হইতে রক্ষা পাইয়া কোন নগরে উপস্থিত হই তবে আপামর সাধারণ সকল মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রিতার্থে ভোজন করাইয়া এবং তাবত নগরে ময় আলোক করিব, এখন ঈশ্বর রক্ষা করিয়া আপনকার দেশে আনিয়াছেন আমার মানস আপনকার দরবারের সকল আমির ওমরা ও সরদার ও প্রধান লোককে একদিন নিমন্ত্রন করিয়া ভোজনকরাই এবং তাবত নগর আলোক ময় করি, বাদসাহ কহিল ভাল তুমি আয়োজন কর কল্য সমস্ত লোককে তোমার বাটীতে আমি পাঠাইব। এছফান্দিয়ার কহিল আমি যে বাটিতে আছি সে অতি সঙ্কির্ণ স্থান তাহাতে এ কর্ম্ম সমম্ম হইতে পারিবেক না যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি করেণ তবে দুর্গের উপর শিবির

স্থাপিতকরিয়া একর্ম্মকরি; আরসেই দুর্গের উপর আলোকময় করিলেনগর ময় আলো হইবেক। আরচাম্প শুনিয়া দুর্গের রক্ষককে আজ্ঞা করিলেন এছফন্দিয়ার বিদায় হইয়া বাসায় আসিয়া আপন সঙ্গিগণকে ভোজনের আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন আর কাষ্ঠ আনিতে লোক পাঠাইলেন ॥

দুর্গোপরি ভোজন উপলক্ষ্য আলো করা এবং বস্তোতনের মূর্চ্ছা ॥

পর দিবস প্রাতে এছফন্দিয়ার দুর্গোপরি শিবির মধ্যে সভা করিয়া আহারের দ্রব্য আনায়ন করিল এবং কাষ্ঠ আনা আনাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে আরচাম্প বাদসাহ আপন দরবারের ও নগরের সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে খররাদ সওদাগরের নিমন্ত্রণে ভোজন করিতে পাঠাইলেন, খররাদ সকল লোককে শিষ্টচারি পূর্ব্বক নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য আনাইয়া ভোজন করাইতে বসাইয়া মদিরা আনাইলেন সকলে আহারান্তে মদরিকা পান করিয়া উন্মত্ত হইল; এখানে কাষ্ঠেতে অগ্নি প্রজলিত হইয়া ধূমআকাশে উঠিলে বসোতন তাহা দেখিয়া বোধকরিল যে এছফন্দিয়ার এ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে আপনার সকল সেনাকে শৃঙ্খলিভূত করিয়া গমন করিল সন্ধ্যার সময়ে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রক্ষকাদি যে ২ ব্যক্তিছিল তাহার দিগেকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল, আর এমত প্রকাশকরিল যে এছফন্দিয়ার আসিয়াছে। সকলেই জানিল দুর্গ মধ্যে এছফন্দিয়ারের সভায় যে সকল সরদারেরা মদিরা পানে মত্ত হইয়াছিল তাহার অনেক কে এছ-

বন্দিয়ার নষ্ট করিল যে অল্প লোক ছিল তন্মধ্যে কেহ২ লুকাইত হইয়া রহিল কেহবা পলাইল, আরচাম্প বাদসাহ শুনিল যে এছফন্দিয়ার অনেক সেনা সহিতে আসিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক মনুষ্যকে নষ্ট করিয়াছে, তখন আপন পুত্র কহরমকে কহিল তুমি পঞ্চাস সহস্র সেনা লইয়া এছফন্দিয়ারের সহিত যুদ্ধ কর আর চল্লিযসহস্র সেনা দুর্গ ও নগর রক্ষার্থে স্থানে২ স্থাপিত কর আর দশ সহস্র সেনা আমার পুররক্ষার্থে রাখ; কহরমকার্থতাজ্ঞামত সৈন্যনিয়োগ করিয়া পঞ্চাস সহস্র সেনা লইয়া দুর্গ দ্বার উপনিত হইয়া বসোত্তনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুর্গ মধ্যে এছফন্দিয়ার আপনার সমভিব্যাহারি বলবানদিগকে লইয়া অনেক মনুষ্যকে বধ করিয়া আরচাম্পর আলয়ে প্রবেশ করিয়া যে সকল সৈন্য সেখানে ছিল তাহারদিগ্যে বিনাশ করিতে লাগিল, এই সময়ে এছফন্দিয়ারের দুই ভগ্নি আসিয়া আরচাম্প যে মহলে থাকে এছন্দিয়ারকে সেইস্থানে লইয়া গেল তাহা দেখিয়া আরচাম্প রণ সজ্জা করিয়া এছফন্দিয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল; অনেকক্ষণ পরে এছফন্দিয়ার আরচাম্পকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া মস্তক ছেদন করিল তদন্তর আরচাম্পর দুই স্ত্রি ও এক ভগনি ও দুইকন্যা তদ্দিগকে শৃঙ্খ করিয়া আপন বাসায় পাঠাইল আর আপনি দুর্গ দ্বারে গিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তহইল। দুর্গস্থ লোকেরা বাদসাহের মৃত্যু শুনিয়া রোদন করিতে লাগিল কহরম ইহা শ্রবণে দুর্গ মধ্যে আসিয়া শুনিল যে খররাদসওদাগর বাদসাহকে মারিয়াছে এই কথা শুনিয়া কহরম এছফন্দিয়ারের সহিত যুদ্ধ

করিতে প্রবৃত্ত হইল তখন বলোতন আপন সেন লইয়া গড়ের মধ্যে স্থিত লোক কাটিতে লাগিল। এছফন্দিয়ার অনেকমণ যুদ্ধ করিয়া কহরমকে বিনাশ করিয়া ঘোসনা করিলেন যে কেহ আমার সরণাগত হইবে তাহাকে রক্ষা করিব। এইকথা শুনিয়া সকলে আসিয়া সরণাগত হইল এছফন্দিয়ার আরজাস্পের তক্তে উপবেশন করিয়া কিয়ৎকাল সেই স্থানে বাস করিয়া উক্তরাজ্যে নিয়ম নির্দ্ধারিতকরিয়া গোস্তাস্পকে সকল সমাচার লিখিয়া পাঠাইল আর ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর আপক্ষায় ঐই থানে থাকিয়া সমস্ত লোককে বসিভূত করিল যাহারা বাধ্য হইলনা তাহারদিগের প্রাণদণ্ড করিল পরে চিনের বাদশাহ আরজাস্পের ধনাগার হইতে বহুবিধ ধন আপনার সৈন্যগণকে দিলেন। গোস্তাস্প এছফন্দিয়ারের পত্রপাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া উত্তর লিখিল যে তুমি সেই স্থানে থাক চিনের অন্তঃপাতি ও মাচিন মহাচিন প্রভৃতি সকল দেশ সুশাসিত ও নিয়ম নিরাযকর এছফন্দিয়ার এই পত্র পাইয়া উত্তরলিখিল এদেশের তাবত নগর শাসিত ও বাধিত এবং সকল প্রজা প্রভৃতি কর নির্দ্ধারিত করিয়াছি আর কোন সন্দেহ নাই, গোস্তাস্প এইপত্রপাইয়া এছফন্দিয়ারকে চিন দেশহইতে ইরানে আসিতে লিখিল। এছফন্দিয়ার পিতার পত্র পাইয়া স্থির হইয়া অনেক ধনএবং রত্ন ও উত্তমবস্ত্রাদি ও নানা প্রকার দ্রব্য আর আপন ভগ্নি প্রভৃতি যাহারদের চিনের বাদশাহ বলখ নগর হইতে লইয়া গিয়াছিল তাহারদের ও চিনেরবাদসাহের স্ত্রি ও কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া ইরানে যাত্রা করিলেন। রুস্ত

খানের রাস্তায় আসিয়া যখন বরকের মঞ্জিলে পৌছিলেন যে সকল দ্রব্য যাওন কালিন বরকের নিচেচাপা পড়ায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাহাও পাইলেন, যখন ইরানের নিকট পৌছিলেন গোস্তাস্প ইহা শুনিয়া সমস্ত সরদারকে অগ্রসর পাঠাইলেন। যখন বাটির নিকট হইল তখন গোস্তাস্পদ্বার পর্য্যান্ত গিয়া এছফন্দিয়ারকে কোলে লইয়া সিরচুম্বন করিলেন এছফন্দিয়ার পদধুলি লইয়া প্রণাম করিল; পরে গৃহ মধ্যে আনিয়া আপন তক্তে একত্র বসিয়া অনেক প্রসংসা করিয়া আপন হস্তে পেয়ালায় সরাব পরিপুর্ণ করিয়া উভয়ে পান করিলেন, সেই সময়ে গোস্তাস্পকহিল হপ্তখানের পথের ও চিনের যুদ্ধর বিবরণ যদ্যাপি পরক্ষ্যে সকল শুনিয়াছি তত্রাপ তোমার মুখে সবিশেষ শুনিতে বাঞ্ছা করি, এছ এছফন্দিয়ার কহিল এখন উভয়ে মদিরা পানে মত্ত হইয়াছি এসময়ে কোনকথা বলা উচিতনহে কল্য বিস্তারিতরূপেকহিব

হপ্তখানের বত্মের ও চিনেরযুদ্ধ বিবরণ

পর দিবস প্রাতে গোস্তাস্প তক্তে বসিয়া এক সোনার চৌকীতে এছফন্দিয়ারকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে এছফন্দিয়ার সমুদয় বিবরণ বিস্তারিত করিয়া উচ্চস্বরে কহিলে বাদসাহ শুনিয়া প্রকাশ্যেতে হৃষ্ট চিত্ত হইলেন কিন্তু অন্তরে অনহৃষ্ট হইয়া তাজ ও তক্ত দিবার কথা পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন তাহার কিছু মনোযোগ করিলেন না এছফন্দিয়ার মনে বুঝিল এখনপর্য্যান্ত আমারপ্রতি সন্দেহআছে, কিছুনা কহিয়া সভা হইতে উঠিয়া স্বয় মন্দিরেজাইয়া আপন মাতা কতাউন

কে কহিল পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন তুমি যদি আরচা-
ম্পকে মারিয়া আপন ভগ্নি দ্বয়কে আনিতে পার তবে তোমা
কে বাদসাহি দিব, আমি আরচাম্পকে মারিয়া ভগ্নি দ্বয়কে
আনিয়াছি কিন্তু আমাকে বাদসাহি দিলেননা আপনি তাঁহা
কে বল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকরা উচিত নহে বিশেষ বাদসাহের পক্ষে
অতি নিন্দনীয় কতাউন কহিল তাবৎ সৈন্য ও প্রজা তোমার
বা ? বাদসাহ কেবল তাজ তক্ত লইয়া গৃহে বসিয়া আছেন
আর তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন কিছুদিনতুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করপরে
সকলি তোমার এখন কোন কথা কহিলে যদি রাগত হইয়া
পুনরায় তোমাকে কয়েদ করে, এছফন্দিয়ার শুনিয়া বুঝিল
কতাউন বাদসাহকে বলিবেন না, পরে একদিন এছফন্দিয়ার
আপনি গোস্তাস্পকে কহিল যে আপনকার আজ্ঞা মত প্রাণ
সংকল্প করিয়া হপ্তখানের পথ দিয়া গমনকরিয়া চিনের বাদ
সাহকে মারিয়াছি তোমার যেসকল পরিবারকে লইয়াগিয়া
ছিল তাহাদিগে আনিয়াছি হপ্তখানের বত্মে যেং কর্ম্ম করি
য়াছি অদ্যাবধি এমন কর্ম্ম কেহ করে নাই যত কাল পৃথিবী
থাকিবে ততকাল এ কৃর্ত্তি থাকিবে এখন তোমার উচিত আ-
পন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। বাদসাহ কহিল ব্যস্ত কজন্য হই
তেছ এ বাদসাহি তোমার, কিন্তু এছফন্দিয়ারের এই কথা
শুনিয়া মনখুস্ন হইয়া জামাস্প উজিরকে কহিল এছফন্দিয়া-
রের ভাগ্য কেমন গমনা করিয়া বল ? সে কহিল ইহার
আত শুভ্র সম্পূর্ণ কপাল ইহার সঙ্গ কাহার যুদ্ধ করিবার ক্ষেম-
তা নাই আপনার বাহু বলে পৃথিবী শাসিত করিয়াছে। বাদ
সাহ ইহা শুনিয়া নিরব হইয়া রহিল, আর মনে করিল যদি

এছফন্দিয়ারের তিনের দুর্ব্বেমৃত্যু হইলেই উত্তম হইত, জামাষ্প কে কহিল ইহার কিপ্রকারে মৃত্যু হইবেক তাহা গননা করিয়া বল? সে গনন করিয়া কহিল রোস্তমের হস্তে ইহার মৃত্যু হইবে কোন বিশেষ তীরের দ্বারা, ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া পর দিবস প্রাতে সভা করিয়া সমস্ত সরদার ও পুত্র পৌত্রে দিগকে ডাকাইয়া এছফন্দিয়ারের অনেক প্রসংসা করিয়া কহিল আমি তাজ তক্ত দেওনের যেপন করিয়াছি তাহা তুমি লও কিন্তু যখন আমি ছয়স্থানে রোস্তমের বাটি হইতে আর চাম্পর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইলাম তখন রোহমকে কহিয়া ছিলাম আরচাম্প আমার পিতাকে নষ্ট করিয়াছে এবং আমার বাটিস্থ স্ত্রি লোক দিগকে ধৃত করিয়া লইয়া জাইতেছে তুমি আমার সহায় হইয়া যুদ্ধ করিতে চল; নানাপ্রকার ছল করিয়া আইল না এবং তাহার পর আরচাম্প ও তাহার পুত্র কহরম দুইজন আসিয়া আমার অনেক সেনা বধ করে আমি তাহার দিগের যুদ্ধে অক্ষম হইয়া এক পর্ব্বতীয় দুর্গে লুক্কাইত হইয়া রহিলাম কিন্তু এই সকল বিপদ সময়ে একবার জিজ্ঞাসাও করিল না; আর অহঙ্কার করে কয়খোছরোর প্রসাদেতে গোস্তাস্প যেমন বাদসাহ ইরানের হইয়াছে আমিও কাবল প্রভৃতি দেশের বাদসাহ হইয়াছি আমি গোস্তাস্পের আজ্ঞাবর্ত্তি কেন হইব, অতএব তুমি জাবুলস্থানে গিয়া রোস্তমের মস্তক ছেদন কিম্বা বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনায়ন কর তবে আমার অন্তঃকরণ হইতে এ দুর্খ দূর হয়, ইহা করিলে তোমা কে বাদসাহি অর্পণ করিয়া আমি ঈশ্বরের ভজনা করি। সভাস্ত সকলে কহিল এ উচিত কর্ম্ম বটে তখন গোস্তাস্প এছফন্দি·

দ্বারের প্রতি চাহিয়া কহিলেন; জোনির পাজোন্দ বর্দ্দ পুত্তকের দোহাই তুমি রোস্তমকে মারিয়া কিম্বা বান্ধিয়া আনিবা মাত্রেই তোমাকে বাদশাহি দিয়া আমি ভজনায় মগ্ন হইব, যত সেনা ও ধন প্রয়োজন হয় তাহা লইয়া জাও। এছফন্দিয়ার কহিল প্রথম বার যখন আরচাস্প আসিয়াছিল আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়াছিলাম তখন তাজ তক্ত দিব কহিয়াছিলেন কিন্তু কোরজমর কুমন্ত্রণায় তাজ তক্তের পরিবর্ত্তে আমাকে কারাগারে বর্দ্ধ করিলেন; এবার তাহার রাজ্যে গিয়া আরচাস্পকে ও তাহার পুত্রকে মারিয়া তোমার যে সকল পরিবারকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার দিগকে মুক্ত করিয়া আনিলাম তথাপি আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলা না। হপ্তখানের পথমধ্যে হইলে আমার শরীরের রক্ত এখন পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়; হপ্তখানের পথের ব্যাঘ্র, সিংহ; অজাগর; দৈত্য, হিমরোগ; বরফ; এবং তপ্ত বালুক মরু ভূমি এই সকল বিপদে তাজ তক্তের লোভ দেখাইয়া আমাকে পাঠাইলে; কিন্তু এখন সে সকল বিস্মৃতি হইলে। আপনি রোমদেশে এক সামান্য ব্যাঘ্র ও সর্প মারিয়া তোমার পিতার নিকট হইতে তাজ তক্ত লইয়াছিলা আমি হপ্তখানের পথের সমুদয় আপদ নষ্ট করিয়া তোমার শত্রু চিনের বাদশাহকে মারিয়া তোমার পরিবার দিগ্যে উদ্ধার করিয়া আনিলাম; আর জোদপাজোন্দর মত তোমার আজ্ঞায় সকল দেশে প্রচলিত কারলাম এখন তাজ তক্ত না দিয়া রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে কহিতেছ; গোস্তাস্প কহিল তুমি যে কথা কহিতেছ সে সকল সত্য এবং মনুষ্যর অসাধ্য কর্ম্ম বটে কিন্তু দেখ কয়খোছরোর

নিকট সর্ব্বদা কোমরবান্ধিয়া উপস্থিত থাকিয়া যখন যে কর্ম্ম করিতে হইত তাহা করিয়াছে; তোমা হেন বির পুত্র আমার থাকিতে সে আমায় অবিজ্ঞা করে এবং আপন রাজ্যের অহঙ্কার আমার নিকটে সর্ব্বদা প্রকাশ করে। এছফন্দিয়ার কহিল তুমি আমাকে তাজ তক্ত দেও আমি রোস্তমের সহিত যূর্দ্ধে যাত্রা করি, বাদসাহ কহিল তোমাকে যখন উত্তরাধিকারি করিয়াছি তখন তাজ তক্ত দিবার আর কি অপিক্ষা আছে, এখন তুমি ছয়স্তানে গিয়া রোস্তমকে বান্ধিয়া আমার নিকট আনিয়া তাজ তক্ত লইয়া বাদসাহি কর। এছফন্দিয়ার কহিল আমি রোস্তমকে ভয় করি না, সে বৃদ্ধ আমি যুবক সে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কখন পারিবে না কিন্তু তাহার সঙ্গে যূদ্ধ করিতে আমার মন লয় না এবং উচিত নহে কারণ রোস্তম আমার পূর্ব্ব পূরুষের প্রতি পালিত তাঁহার দিগের ও দেশের রক্ষক সেই যদি রোস্তম কয় গোষ্টার সহায় না হইত তবে তুমি এ তাজ তক্ত ও বাদসাহি স্বপ্নেও দেখিতে পাইতে না; আর যদি সে তোমার সত্রু তবে তাহার বাটিতে দুইবৎসর কি নিমিত্ত বাস করিয়া ছিলা, আমাকে তাজতক্ত দিবানা এই মানসে নানাছলে আমাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছ গোস্তাস্প কহিল সেবড অহঙ্কারি কয়গোষ্টির কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে আমার কোন লভ্য নাই সে জাহা হউক তুমি ছয়স্থানে গিয়া রোস্তমকে বান্ধিয়া আনায়ন কর এছফন্দিয়ার কহিল তাজ তক্ত দিতে তোমার মায়া হইতেছে কোনমতে আমাকে এ স্থান হইতে দুর করিবা এইমানস, অতএব আপনি বাদসাহি কর আমি তাহার প্রয়াস ত্যাগ করিলাম।

গোস্তাস্প কহিল আমি তোমাকেউত্তরাধিকারি করিয়া তাজ তক্ত দিয়াছি আমার কথায় এই কর্ম্ম করিয়া বাদসাহি কর, এছফন্দিয়ার কোন উত্তর না করিয়া চিন্ত যুক্ত হইয়া বিনা অনুমতিতে আপন গৃহে গেল, গোস্তাস্প বুঝিল যে এছফন্দিয়ার অসন্তুষ্ট হইয়া গেল। তখন আপনউজির জামাস্পকে কহিল তুমি গিয়া এছফন্দিয়ারকে জিজ্ঞাসা কর সে রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে জাইবে কি না, জামাস্প গিয়া এমত জিজ্ঞাসা করিলে এছফন্দিয়ার কহিল তোমার কি মত ? সে কহিল পিতৃ আজ্ঞা হেলন করা উচিত নহে বরং প্রাণদায় সেও কর্ত্তব্য; এছফন্দিয়ার কহিল তুমি আমার শিক্ষা গুরু এবং বন্ধু তোমার মত যদি রোস্তমের সহিতে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য হইল তবে পিতৃ আজ্ঞা হেলন করিব না; জামাস্প এই কথা শুনিয়া তথা হইতে আসিয়া গোস্তাস্পকে কহিল এছফন্দিয়ার সম্মত হইয়াছে তুমি ও তাহাকে ডাকিয়া সন্তোষ কর এছফন্দিয়ারের মাতা কতাউন এইকথা শুনিয়া এছফন্দিয়ারের নিকটে আসিয়া কহিল আমি তোমার মাতা আমি যে হিতোউপদেশ কহি তাহাতে মনোযোগ কর; গোস্তাস্পের কথায় রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধে জাইওনা ॥

জননির বাক্য বাছা করারে শ্রবণ।
তব পিতৃ চাতুরিতে নাহি দিয় মন ॥
সামান্য না জেনো তুমি ছালের সন্তানে।
যাকিতে মস্তক কভূ নাদিবে বন্ধনে ॥
হামাওয়ারানের বাদসাহকে মেরেছে।
তাহাকে দুর্ব্বাক্য কহে হেন কেবা আছে ॥

আফরাছিয়াব ছিয়াওসে নষ্ট করিয়াছিল।
সেই ক্রোধে রক্তেতে তুরান ভাষাইল॥
ধিক থাক এ দেশের তাজ তক্তে পরে।
এ দেশ আসিয়া যেন সত্রু নষ্ট করে॥
ছয়স্তান ভিন্য বাছা অন্য অন্য দেশে।
পুরুনত্ত কর গিয়া তুমি অনায়াসে॥
ত্রিজগতে আমাকে না করিয় অনাথা।
ছিতাপি জননী বাক্য রাখিয় সর্ব্বথা॥

রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে জাইবা এই কথা শ্রবণাবধি আমার প্রাণ কান্দিতেছে আর আমার গতনহে; এছফন্দিয়ার কহিল রোস্তমকে মারিতে কিম্বা বান্ধিতে আমার মনোনিত নহে এবং অন্যো উত্তকর্ম্ম কিন্তু জামাস্প উজিরের দ্বারা কহিয়া পাঠাইয়াছি বাদসাহের আজ্ঞা হেলন করিব না এখন কি প্রকারে অন্যথা করিব॥

এছফন্দিয়ার জাবল স্তানে যুদ্ধে গমন॥

পর দিবস এছফন্দিয়ার গোস্তাস্পের নিকটে আসিয়া বিদায় হইয়া অনেক সেনা সঙ্গে লইয়া ছয়স্তানে যাত্রা করিল; যখন এছফন্দিয়ার বাটি হইতে বাহির হইলেন তখন কাবরানি অশ্রযুক্ত নিসান সর্ব্বাগ্রে যেউষ্ট্রের উপরছিল সে উষ্ট্র বসিয়া পড়িল তাহাকে উঠাইবার নিমিত্ত্য অনেক প্রহারাদি ও চেষ্টা করিল কোন মতে উঠিল না এছফন্দিয়ার সেইস্থানে পৌঁছি সেই উষ্ট্রের মস্তক কাটিতে আজ্ঞা করিলেন আর মনোমধ্যে জানিল যে কুযাত্রা হইল সরদারেরা কহিল অদ্য অতি অমঙ্গল

দেখিতেছি অদ্য গমন নাকরিয়া দুই চ রি দিবস পরে যাত্রা করাই মত; একক ন্দিয়ার কহিল পিতা কহিবেন নাজাইবার নিমিত্ত্য ছল করিয়া আসিয়াছে ইহা কহিয়া সে স্থান হইতে গমন করিয়া কয়েক দিবস পরে ছয়স্তানের নিকটে হিরমন্দ নদির তিরে পৌছিয়া আপন জেষ্ঠ পুত্র বহমনকে রোস্তমকে আনিতে পাঠাইল বহমন রোস্তমের বাটিতে রোস্তমেরসহিত সাক্ষ্যাত করিয়া কহিল আমার পিতা এছফন্দিয়ার তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন, রোস্তম কহিল বিবচনা করিয়া জাইব রোস্তমের পিতা জাল তাহা শুনিয়া কহিল ইহার কি বিবেচনা করিবা? চিরকাল পরম্পরাক্রমে কয় গোষ্টির প্রতিপালিত ও আজ্ঞাকারি তুমি এখনি গিয়া এছফন্দিয়ারকে বাটিতে আন তাহার যথাসম্মান পূর্ব্বক সেবা। যেরূপ তাঁহা করিয়ার পিতা গোস্তাস্পরসেবা দুইবৎসর করিয়াছি; রোস্তমতখন বহমনের সঙ্গে চলিল, যখন হিরমন্দ নদির নিকট আসিয়া পৌছিল বহমন অগ্রে পিতারসমীপে গিয়া রোস্তমের অনেক প্রসংশা করিল; তখন এছফন্দিয়ার ঐ নদীপার হইয়া আইলেন রোস্তম এছফন্দিয়ারের পদদ্বয়ে চুম্বন করিয়া ছেলাম করিল এছফন্দিয়ার অশ্ব হইতে নামিয়া রোস্তমকে কোল দিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে উভয়ে অশ্বআরোহণ করিলে রোস্তম কহিল অদ্য অন গ্রহ করিয়া আমার আলয় পবিত্র করিতে হইবেক। এছফন্দিয়ার কহিল পিতৃআজ্ঞা দৃশ্য মাত্র তোমাকে বান্ধিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া জাইতে তবে কি প্রকারে তোমার বাটিতে জাইব। রোস্তম পুনঃপুন

লইয়া জাইবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু এছফন্দিয়ার ক্রোড় হতে যাইতে স্বিকার করিলনা, পরেরোস্তমকে আপনশিবিরে আনিয়া কহিল যদি তুমি বন্ধন স্বিকার আমার সঙ্গে বাদসাহার নিকটে জাও তবে বাদসাহের সহিত সাক্ষ্যাত করাইয়া তৎক্ষনাত তোমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিব বাদসাহ এক ক্ষন্ত তোমাকেক্লেশদিতে পারিবেন না। রোস্তম ইহা শুনিয়া নিরব হইয়া থাকিলে এছফন্দিয়ার কহিল যদিবন্ধন স্বীকার নাকর তবে আপন বাটিতে গমন কর রোস্তম কহিল আপনি অনগ্রহ করিয়া আমার বাটিতে একবার পদার্পণ করুণ যেমন তোমার পিতা অনগ্রহকরিয়া আমার মর্য্যাদা বর্দ্ধি করিয়াছেন পরে আপনি যেমত আজ্ঞা করিবেন তাহা করিব, এছফন্দিয়ার কহিল আমার পিতা এক ভাবে আনিয়াছিলেন আমি অন্য ভাবে আসিয়াছি যদিতোমার বাটিতে গিয়া আহারাদি করি আর শেষে তুমি বন্ধন স্বিকার নাকর আমাকে তখন যুদ্ধ করিতে হইবে তোমার অতিথ গ্রহণ করিয়া তোমারসঙ্গে যুদ্ধ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয় তাহা কি প্রকারে পারিব। রোস্তম কহিল তবে আমি তোমার অন্ন কি প্রকারে গ্রহণ করিব বাদসাহ কহিল অন্ন গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই দুইজনে বসিয়া মদ্যপান করি বরঞ্চ তুমি মদিরা আনায়ন কর আমি পান করিব তখন দুইজনে একত্র বসিয়া মদ্য পান করিতে লাগিলেন; তৎপরে রোস্তম কহিল আপনি যেমত২ আজ্ঞা করিলেন তাহা আমি বাটিতে গিয়া আমার পিতা জালের সঙ্গেপরামর্শ করি? এছফন্দিয়ার কহিল পরামর্শকরিয়া শীঘ্র আমারসংবাদ পাঠাইবা রোস্তমবিদায় হইয়া বাটীতেআসিয়া

জালের নিকট এছফন্দিয়ারের অনেক প্রসংশা করিল ॥

আমি বুঝি যরেদ্দর পুন জর্ম্মিয়াছে ।
এই সরিরেতে বুঝি সেই আসিয়াছে ॥

রোস্তমের গমনান্তরে বসোতনকহিল রোস্তম তোমার নিকটে আসিয়াছিল ছাড়িয়া দেওয়া সত পরানুস হয় নাই এছফন্দিয়ার কহিল যদি আর না আইসে তবে আমি তাহার বাটিতে গিয়া বান্ধিয়া আনিব, বসোতন কহিল রোস্তমকে বন্ধন করা সহজ কর্ম্ম নহে যদি ছলকরিয়ালইয়া জাইতেপার তবেই উত্তম

পৃথিবীতে এ মাত্র পুরুষ জানিবা ।
সহজেতে কি প্রকারে উহারে বান্ধিবা ॥
আমি বুঝি এই যুদ্ধে ঘটিবে বিপদ ।
দুই মহাবির যুদ্ধে কেহু নহেকম ॥

জাল রোস্তমের মুখে এছফন্দিয়ারের প্রসংসা শুনিয়া কহিল তুমি কল্য প্রাতে তাহার নিকট অবশ্য যাইবা আমারদিগের বাদসাহজাদা এবং আশ্রয় ॥

রোস্তম এছফন্দিয়ারের নিকট পুনরাগমন ॥

পরদিবস প্রাতে রোস্তম এছফন্দিয়ারের নিকটে গেইলে এছফন্দিয়ার বহুবিধ সমাদরকরিয়া আপনারনিকটে বসাইলেন রোস্তম কহিল একবার আমার বাটিতে অনুগ্রহ করিয়া যাইতে হইবে; এছফন্দিয়ার কহিল এস্থান হইতে আর এক পদ ভূমি জাইবনা, তুমিএইস্থানে হইতে আমারসঙ্গে ইরানে চল পুনরায় রোস্তম কহিল তুমি একবার অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটিতে গেলে আমার মর্য্যাদা বৃদ্ধিহয় এবং তোমার অনেক কর্ম্ম আগা হইতে হইবেক। এছফন্দিয়ার তাকা গ্রাহ্য না

করাতে রোস্তম আত্ম শ্লাঘ্য করিতে আরম্ভ করিল মাজান্দ্রা-নের হস্তখানের পথে আমি একাকি গিয়াছিলাম হামওরা-নের বাদসাহকে একাকি মারিয়াছি, চিনের বাদসাহকে একা মারিয়াছি ॥

ইরান রাজ্যের আমি ছিলাম রক্ষক।
সিংহ ব্যাঘ্র দৈত্যাদি আমি হে নাষক ॥
পৃথিবীর শত্রু নাষ আমি করিয়াছি।
এ নিমিত্ত্য বহুশ্রম আমি করিয়াছি ॥

আর কহিল কয়গোষ্ঠীর অন্ন আমি অনেক খাইয়াছি এনি মিত্ত্য তোমার নিকটে নিমতা স্বীকার করিতেছি ও বাটিতে লইয়া জাইতে চাহিতেছি তুমিএমত বোধ করিওনা যে আমি ভিত হইয়াছি। এছফন্দয়ার রোস্তমের এইসকল অহঙ্কারের বাক্য শুনিয়া রাগত হইয়া একবার মনে করিল যে এইক্ষণেই ইহার মস্তক ছেদন করি পরে শান্ত হইয়া হাস্য করিয়া কহিল হে রোস্তম; আমি শুনিয়াছি জাল দৈত্যরঔরস জাত এ নিমিত্ত্য তাহার পিতা ছাম জালকে মাঠে নিক্ষেপ করিয়াছিল যে হেতু কোন পশু পক্ষ ইহাকে খাইলে দুঃনাম থাকিবেনা, ছিমরোগ জালকে তুলিয়া আপন সাবক দিগ্যে খাইতে দিয়াছিল তাহারা অতি কদাকার দেখিয়া ঘৃণা করিয়া খাইল না জাল সেইস্থানে পক্ষিদিগের সহিত মনুষ্য ও নানা জন্তুর মাংস খাইয়া বাঁচিয়াছিল: কিছুদিন পরে ছাম সংবাদ পাইয়া অপত্রক প্রযুক্ত জালকে আনিয়া প্রতিপালন করিল রোস্তম এই কথা শুনিয়া কহিল তুমিবালক তোমার পূর্বপুরুষেরা জ্ঞাতছিল যে জাল ছামের পুত্র, ছাম নরিমানের পুত্র

নরিমান হেঁসঙ্গের সন্তান, তোমায় আমায় এক গোষ্ঠী এক বংশীর ইরানের বাদসাহি আমারদিগের দিতে সকলের সম্মতি ছিল পরন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিলামনা এনিমিত্ত্য তোমার বাদসাহি পাইয়াছ কর গোষ্টির অনেক অন্ন খাইয়াছি এ নিমিত্ত্য তোমার মান রক্ষা করিলাম, আর কহিল তুমি এক আরচাম্পকে মারিয়াছ এই অহঙ্কার। আমি এমত অনেক বাদসাহকে মারিয়াছি একজন আফরাছিয়াব তাহার তুল্য বাদসাহ তুরানে জন্মে নাই একজন হামওয়ানের বাদসাহ; একজন খাকানচিন; তোমার ভগ্নিদিগে আরচাম্প কয়েদ করিয়াছিল তুমি তাহাদিগেকে মুক্তকরিয়া আনিয়াছ তোমার এই এক অহঙ্কার তোমার পূর্ব্ব পুরুষ কয় কাউছ বাদসাহ মাজন্দরানের দৈত্য দিগের হস্তে ধৃত হইয়াছিল আমি এস্থান হইতে একা গমনকরিয়া দেও সফেদ প্রভৃতি বারসহস্র দৈত্যকে মারিয়া কয়কাউছ বাদসাহকে কারগার হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছিলাম ॥

পৃথিবীকে নিষ্কণ্টক আমি করিয়াছি ।
বহু রাজা বহু দৈত্য আমি মারিয়াছি ॥
তুমি পৃথিবির মধ্যে কাল আসিয়াছ ।
যদ্যপি প্রতাপান্বিত কিছু হইয়াছ ॥
আপনাকে বলবান জ্ঞান করিয়াছ ।
বির গনের যুদ্ধ তুমি কোথা দেখিয়াছ ॥

এইকথা দিষ্কার শুনিয়াকহিল আমি তোমাকে যথার্থ কহিয়াছি তুমি আত্ম শ্লাঘা করিতেছ তুমি যদি পৃথিবির পতিহও তথাপি আমারদিগের ভৃত্য আর মাজন্দরানের হস্তখান ও

দুর্গ চিনের হস্তখান ও দুর্গ তুল্য নহে এবং তুমি চিরকাল সেপাহি গরি কর্ম্ম করিয়াছ, আমি বাদশাহি ও পেগম্বরি (অর্থাত অরদ হস্তর মত চালাইয়াছি) রোস্তম কহিল তুমি হপ্তখানের পথে বারশহস্র সেনা সঙ্গেলইয়া গিয়াছিলে একা যাইতে পারনাই আর আরচাম্প বাদসাহ মনুষ্য তাহাকে মারিয়া আপনভগ্নিদিগ্যে মুক্তকরিয়া আনিয়াছ; আমি হপ্ত খানের পথে একা গিয়া তোমার পূর্ব্ব পুরুষ কয় কাউছ বাদ সাহকে সসৈন্যে মাজন্দরানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলা দেও সফেদ প্রভৃতি বারসহস্র দৈত্য তাহার রক্ষক ছিল আমি একা ঐ দৈত্য সফেদকে সসৈন্য মারিয়া করকাউছকে সৈন্য সহিত মুক্তকরিয়াছি, আরযখন কয়খোছরো তোমার পিতা মহ লহরাস্পকে তাজ তক্ত দিয়া ইরানের বাদসাহিতে অভি ষেক করিলেন তখন তাবত সরদারেরা অসম্মত হইয়া কহিল কয় কাউছের পৌত্র ফরেবোর্জ থাকিতে অন্য কাহাকেও বাদ শাহি অর্সেনা। আমরা লহরাস্পকে কোনমতে তক্তে বসিতে দিবনা তখন আমার পিতা ও আমি সকলকে নানামত কহিয়া সম্মতকরিয়া লহরাস্পকে বাদসাহ করিলাম, যদি আমরা অস ম্মত হইতাম তবে তোমার পিতামহ বাদশাহ হইতনা, কেবল আমারদিগের অনুগ্রহতে তোমরা বাদশাহ হইয়াছ এখন তা হারি প্রতিফল আমাকে বান্ধিতে চাহিতেছ। পৃথিবিতে এমন যোর্দ্ধা ও বলবান কে যে আমার হস্তবন্ধন করে এপর্য্যন্ত আমাকে কেহ দুবাক্য কহিতে পারে নাই, কাউছ বাদশাহের সভামধ্যে সত সত বল বিশিষ্ট বীর ছিল সেই সভায় আমি নানাপ্রকার কটু কাটব্য কহিয়া বাহিরে আইলাম তাহারও

সাধ্য হইলনা আমাকে মন্দ কথা কহিতে কিম্বা ধরিতে এচফন্দিয়ার কহিল এত ক্রোধে অহঙ্কারে ভাল নহে সাম্য হও কয় কাউচ বাদসাহ দুর্ব্বল ছিল তোমাকে ভয় করিত আমি তোমাকে বন্ধন করিতে আসিয়াছি ইহা কহিয়া হাস্য করিতে করিতে রোস্তমের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলে রোস্তম এচ ফন্দিয়ারের বল বুঝিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কহিল তোমার সঙ্গে পঞ্জাকসা আমার উচিত নহে, পরে এচ ফন্দিয়ার তাহার হস্ত ত্যাগ করিয়া কহিল অদ্য তুমি আমার নিকটে অতিথের স্বরূপ আসিয়াছে অদ্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিবনা কল্য প্রাতে তোমায় আমায় এইস্থানে নানাবিধ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিব তোমার বল বিক্রম আমি পরিক্ষা করিয়াছি তুমি কল্য আসিবা মাত্র তোমার হস্ত বন্ধন করিয়া লইয়া জাইব রোস্তম কহিল ॥

এচফন্দিয়ারের প্রতি কহিল রোস্তম ।
এই যুদ্ধ তোমার জানিহ জমদ্বসম ॥
বিরগণের যুদ্ধ তুমি কোথা দেখিয়াছ ।
গদার প্রহার তুমি কোথা পাইয়াছ ॥
কল্য তোমায় দেখাইব ওহে যুবরাজ ।
যে প্রকারে যুদ্ধ হয় বিরের সমাজ ॥
কল্য আসিব যখন এই রণ স্থলে ।
পুরুষের পরুসত্ত দেখাইব ছলে ॥
অশ্বহৈতে কোলে করে লইয়া তোমারে ।
জালের নিকটে লইয়া জাব নিজ ঘরে ॥
রাজ সিংহাসনের উপরেতে তোমারে ।

বসাইয়া রাজ ছত্র ধরিব হে শিরে ॥
নিজ ভাণ্ডারের ধন করিব জৌতুক।
নানা রত্ন দিয়া আমি দেখিব কৌতুক ॥
তোমার সৈন্যকে আমি অদৈন্য করিব।
স্বর্গের সমান তব মান বাড়াইব ॥
কয় দিগের সেবা আমি করেছি যেমন।
তোমারসেবায় মন দিব হে তেমন ॥
আমি সেনা পতি আর তুমি রাজা হবে।
কার সাধ্য তবে আর রাজ কর লবে ॥

এছফন্দিয়ার কহিল কেন মিথ্যা বাক্য ব্যায় করিতেছ দিবা দুই প্রহর গতো হইল উভয়ে ক্ষুদিত হইয়াছি চলো দুইজনে কিঞ্চিৎ আহার করি এছফন্দিয়ার আহারের দ্রব্য আনাই লেন রোস্তম তাহা আহার করিয়া কহিল কিছু অধিক দ্রব্য আনাও তখন পুনরায় একমোনের এক খাঞ্চা ও একটা গোর খর কাবাব করা আনিয়া দিলে রোস্তম সমদয় আহার করিয়া রোস্তম বিদায় হইবার সময়ে এছফন্দিয়ার কহিলেন তোমার পিতার সহিত পরামৃস করিয়া যদি বন্ধন লইতে মত হয় তবে উভয়েরি মঙ্গল নতুবা যুদ্ধ সজ্জা করিয়া আসিবা। রোস্তম কহিল আপনি আপন ভ্রাতা ও পুত্রের সহিত পরামৃস করিয়া যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারবাটিতে পদার্পণকরেন তবে আমি বিনা বন্ধনে আপনার ঘোটকের রজ্জু ধরিয়া পদব্রজে আপনকার সঙ্গে ইরানে জাইব নতুবা কস্য যুদ্ধ করিব। এছফন্দিয়ার কহিল তোমাকে বন্ধনকরা আমার অতি সহজ কর্ম্ম বিনা বন্ধনে তোমাকে লইয়া জাইতাম কিন্তু পিতা কহিবেন তোমা

বন্দ করিয়া আনিয়াছে। রোস্তম কহিল আমি যে সকল বির ও দৈত্যকে মারিয়াছি তাহার সাক্ষাতে তোমাকে অতি সা-মান্য জ্ঞান হইতেছে কেবল দুর্নামের ভয় করিতেছি॥

তোমাকে মারিলে মম দুর্নাম হইবে।
পৃথিবিতে আমার এই অক্ষ্যাত রহিবে॥
কয়ের পালিত হয়ে বধিব কয়েরে।
কটু কথা করেছিল নাসহিল তারে॥

আর আপনি মনে বিবেচনা কর তোমার পিতাবৃদ্ধ হইয়াছেন তাহার অবর্ত্তমানে ইরানের বাদসাহ তুমি হইবে তোমার পিতা কোন প্রকারে স্থির জানিয়াছেন যেতুমি আমার হস্তে মরিবা এ নিমিত্তে ছল করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছেন; তুমি মরিলেযতদিন তিনি বর্ত্তমান থাকিবেন তদদিন তিনি বাদসাহি করিবেন। এছফন্দিয়ার কহিলআমি তোমার এ কথায় ভুলিবনা; রোস্তম কহিল তোমার মৃত্যু নিকট আমি তোমার দিগের পূর্ব্বযানু ক্রমের প্রতিপালিত ও শুভানুধ্যাই এসময়ে আমার বাক্য গ্রাহ্য হইবেনা। এছ-ফন্দিয়ার কহিল অধিক কথার আবিশ্যক নাই কল্য প্রাতে আত্ম বর্গ সকলকে সঙ্গেলইয়া আসিবা, রোস্তম কহিল ঈশ্বর ইচ্ছা জাহা তাহাকল্যহইবে ইহাকহিয়া বাটীতেগিয়া জালের নিকট যুদ্ধের অনুমতি চাহিলে জালকহিল কয়গোষ্টীর সহিত যুদ্ধ করা মত নহে সন্ধি কর। রোস্তম কহিল বিধিমতে সান্ধর চেষ্টা করিলাম তাহা কোনমতে গ্রাহ্যকরিলনা, আর তোমাকে

দৈত্যের সন্তান ও অনেক কষ্ট কহিয়াছে, তখন জাল কহিল উপস্থিত মতে জাহা বিহিত হয় তাহা কর ॥

এছফন্দিয়ারের সহিত রোস্তমের প্রথম যুদ্ধ ॥

পর দিবস রোস্তম যুদ্ধ সজ্জা করিয়া জালের নিকটে বিদায় হইতে গেলে জাল যুদ্ধের অনুমতি করিয়া কহিল যদি তুমি এছফন্দিয়ারকে প্রাণে মার তবে যতকাল পৃথিবী থাকিবে ততকাল তোমার কলঙ্ক থাকিবে, যে রোস্তম কয়গোষ্ঠির পালিত হইয়া করের সন্তান এছফন্দিয়ার বাদসাহকে বধ করিল, অর যদি সে তোমাকে মারে তবে জাবলস্তানে ও ছয় স্থান সমভূম হইবে আমার পক্ষে দুই বিষমহইল ইহার কোন উপাই নাই ঈশ্বরের মনে জাহা আছে তাহাই হইবেক। ইহা কহিয়া রোস্তমকে বিদায় করিলে রোস্তমপ্রণাম করিয়াকহিল আপনি ঈশ্বরকে চিন্তা কর আমার এমত বাঞ্ছা আছে যে এছফন্দিয়ারকে ধৃত করিয়া গৃহে আনিয়া যথোপযুক্ত সেবা করিব ॥

তাহার নিকটে আমি ভৃত্য তুল্য হয়ে।
সর্ব্বদা থাকিব তার আজ্ঞা বহ হয়ে ॥
হাসিয়া কহিল জাল এ কথা শুনিয়া।
এরূপ কহিলে তুমি বল কি বুঝিয়া।
ছিমোরগে মারিয়াছে নিজ বাহু বলে ॥
তুমি আনিবারে চাহ ধরে তারে কোলে ॥
হেন বাক্য নাহি কহে যার বুদ্ধি আছে।
পুনর্ব্বার এ কথা না কবে মম কাছে ॥

রোস্তম অশ্বারোহি হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল জাল জওয়ারে
কে সেনাপতি করিয়া সেনা সঙ্গেদিয়া কহিল তুমিসর্ব্বদা সাব
ধান থাকিবা তাহারদিগকে বিদায় করিয়া ভীতহইয়া আপনি
ভজনাগারে প্রবেশকরিয়া ঈশ্বরউদ্দেশে রোদন বদনে ভজন
করিতে বসিল। এখানেরোস্তম রণস্থলে উপস্থিত হইয়া জও
য়ারেকে কহিল তুমি সৈন্য লইয়া দূরে থাক আমি এছফন্দি
য়ারের নিকটে একাকিজাই বসোতন রোস্তমকে একাদেখিয়া
অনুভাব করিল যে রোস্তম সন্ধি করিতে আসিতেছে এছফ
ন্দিয়ারকে কহিল রোস্তম একা আসিতেছে তাহার সহিত
প্রীতি করিয়া লইয়া চল, এছফন্দিয়ার কহিল সে রণসজ্জা
করিয়া আসিতেছে এইক্ষণে আমার রণসজ্জা শীঘ্র আন;
বসোতন রাগত হইয়া কহিল ॥

জবাত্রায় আসিয়াছ ওহে নরপতি ।
এ যুদ্ধেতে শ্রয় নাই শুনহ ভারতি ॥
প্রণয় করিয়া সঙ্গে লইয়া চল তুমি।
মম বুদ্ধি মত নিবেদন কৈনু আমি ॥

এই সময়ে রোস্তমের দুত আসিয়া কহিল রোস্তম যুদ্ধ হেতু
প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে আপনি আসিয়া যুদ্ধ কর? এছফ
ন্দিয়ার বসোতনকে কহিলেন তুমি সৈন্য সঙ্গে লইয়া সেনা
পতি হইয়া আমার সশ্চাৎ থাক ইহা কহিয়া অশ্বারূঢ় হইয়া
রোস্তমের নিকটেগেলে তখন রোস্তমকহিল তোমার অনেক
সেনা আমারঅত্যল্প প্রথমতউভয় সেনায় যুদ্ধ করুকআমারা
এইস্থানে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ সন্দর্শণ করি ॥

এছফন্দিয়ার বলে শুনরে রোস্তম।
হেন বাক্য কি বুঝিয়া কৈলি নরাধম॥
আমার সঙ্গে তোর যুদ্ধ হইয়াছিল পন।
সেনা গণে কাটইব কিসের কারণ॥
আমার নিয়ম তুই শুন দুষ্টমতি।
সেনাগনে যুদ্ধে আমি না দিই আরতি॥
সিংহ ব্যাঘ্রাদি করি যেবা রণে আইসে।
আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করি অনায়াসে॥
তুমি লও সহায় যদ্যপি ভয় হয়।
আমার ঈশ্বর মাত্র আছেন সহায়॥

রোস্তম কহিল আমি কখন যুদ্ধে সহায় লইনাই এবং লইবনা পরে উভয়ে ধর্ম্মত সত্য করিলেন যে কেহ অন্যায় যুদ্ধ করিব না এবং সহায় লইবনা, পরে দুইজনে প্রথমে শুল লইয়া যুদ্ধ করিলেন তাহা ভগ্ন হইলে পরে তলওয়ারের যুদ্ধ হইল তাহাও ভগ্ন হইল তদনন্তর গদা যুদ্ধ করিলেন তাহাও বক্র হইলে তখন অশ্বোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া বাহু যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন উভয়ে অনেক বল ও চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেহ কাহাকে অশ্ব হইতে উত্তোলন কিম্বা ভূমে নিক্ষেপ করিতেপারিলেন না, দুইজনে শ্রান্ত হইয়া শ্রম দূর করিবার নিমিত্ত্যে কিছু দূরে দাঁড়াইলেন। যখন রোস্তমও এছফন্দিয়ার যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই সময়ে রোস্তমের ভ্রাতা জওয়ারা আপন সৈন্য লইয়া এছফন্দিয়ারের ভ্রাতা বসোত্তমের সৈন্য মধ্যে আসিয়া দুর্ব্বাক্য কহিতে লাগিল; এছফন্দিয়ারের পুত্র নৌশাদর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার নিকটে আইল আকওয়ায়

নামক রোস্তমের শিষ্য তাহার সঙ্গে আসিয়া যুদ্ধ করিয়া মারা পড়িল পরে জওয়ারা আসিয়া নৌসাদরের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিল; এবং এছফন্দিয়ারের মেহর নোস নামক এক ভ্রাতাকে রোস্তমের পুত্র ফরামরজ আসিয়া বিনাস করিল তাহা দেখিয়া এছফন্দিয়ারের পুত্র বহমন এহফন্দিয়ারের নিকটে গিয়া কহিল তোমার এক ভ্রাতা ও এক পুত্র ও অনেক সেনাকে রোস্তমের ভ্রাতা ও পুত্র আসিয়া কাটিয়াছে এই কথা শুনিয়া এছফন্দিয়ার রাগত হইয়া রোস্তমকে ডাকিয়া কহিল অরে দুরাত্মা; তুই আমার নিকটে ধর্ম্ম সত্য করিয়াছিলি কেহু অন্যায় যুদ্ধ করিব না তবে তোর পুত্র ও ভ্রাতা আসিয়া আমার ভ্রাতা ও পুত্র ও সেনা দিগকে কেন নষ্ট করিল এ তোর কোন ধর্ম্ম? রোস্তম কহিল দোহাই ধর্ম্মের ও তোমার দোহাই ও তলওয়ারের দোহাই আমি তাহার দিগকে যুদ্ধ করিতে কহিনাই তাহারা আমার অজ্ঞাতে যুদ্ধ করিয়াছে, অতএব তাহারদিগের দুই জনাকে বন্ধনকরিয়া আনি আপনি তাহারদের মস্তক ছেদন কর। এছফন্দিয়ার কহিল তাহারদিগকে নষ্ট করিলে আমার বন্ধু বান্ধবযাহারা মরিয়াছে তাহারা বাঁচিবেনা তাহাতে কি প্রয়যোন তুই আয় তোর মাথা কাটি ইহা কহিয়া দুইজনে তিরের যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রোস্তমের তির এছফন্দিয়ারের সরিরে প্রবেশ হয়না এছফন্দিয়ার যে তির মারে তাহা রোস্তমের ও তাহার বোটকের সরিরে বিদ্ধ হইতে লাগিল তাহাতে অর অসামর্থ হইল দেখিয়া রোস্তম অশ্ব ত্যাগ করিয়া ভূমে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; ঘোড়া পলাইল

রোস্তমের ভাই ও পুত্র খালি ঘোড়া যাইতেছে দেখিয়া সকল অন্ধকার দেখিল পরে রণস্থলে আসিয়া দেখিল রোস্তমের সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত ধারা বহিতেছে তাহাতে অবসন্ন হইয়া কিছুদূরে গিয়া এক উর্চ স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিল তাহা দেখিয়া এছফন্দিয়ার কহিল ॥

রণস্থল ছাড়ি কেন তুমি পলাইলে।
সিংহনাদ শুনে বুঝি বধির হইলে ॥
সিংহ দৈত্য আদি বহু মারীয়াছ বলে।
এখন ছাড়িয়া যুদ্ধ কোথা যাও চলে ॥
এখন সে পুরুষত্ব কোথায় তোমার।
হেতা আসে যুর্দ্ধ কর সহিত আমার ॥
সিংহ তুল্য ছিলে কেন সৃগাল হইলে।
বির দেখি ভয়ে বুঝি ভঙ্গ দিয়া গেলে ॥

সেই সময় রোস্তমের ভ্রাতা ও পুত্র রোস্তমের শুন্য অশ্ব যাই তেছে দেখিয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিল রোস্তমের নিকট আসিয়া আপন অশ্বে রোস্তমকে আরোহণ করাইয়া কহিল আমি এছফন্দিয়ারের সঙ্গে যুর্দ্ধ করিতে যাই রোস্তম বারণ করিল, এছফন্দিয়ার কহিল ওহে রোস্তম তোমার বল বীর্য্য সকল বুঝিলাম সে যাহা হউক এখনো বন্ধন স্বিকার কর নতুবা প্রাণ হারাইবা, রোস্তম কহিল আমি যদি তোমার যুর্দ্ধে অশক্ত হইতাম তবে বন্ধন স্বিকার করিতাম অদ্য-বেলা অবসান হইল কল্য প্রাতে আসিয়া তোমার সঙ্গে যুর্দ্ধ করিব এছফন্দিয়ার কহিল আমি বুঝিয়াছি তুমি আর যুর্দ্ধ করিতে পারিবানা কিন্তু আমি অধর্ম্মত করিয়া এখন তোমাকে বান্ধি

বনা তুমি যেমন অন্যায় করিয়া আমার ভ্রাতা ও পুত্রকে মারিলে তাহার সোধ এখনি লইতে পারি অদ্য জাও কল্য প্রাতে আসিয়া বন্ধন স্বিকার করিয়া আমার সঙ্গেচল ? রোস্তম কহিল কল্য আসিয়া যুদ্ধ করিব কহিয়া বিদায় হইয়া আপন বাটিতে গেল। এছফন্দিয়ার যেখানে আপন ভ্রাতা ও পুত্র রণস্থলে সয়ন করিয়াছে সেইখানে আসিয়া সেই সব কে কোলে লইয়া অনেক রোদণ করিয়া সেই দুই সব দুই সিন্দুকে ভরিয়া পিতার নিকট পাঠাইল আর পত্র লিখিল তোমার আজ্ঞায় রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধে আসিয়া আমার ভ্রাতা ও পুত্রের যে দশা হইয়াছে তাহা দেখিবা; আর আগত আমার যে দশা হয় তাহাও শুনিবা,পরে সিবিরে আসিয়া বসোতনকে কহিল রোস্তম মনুষ্য নহে আমি তলওয়ারে গদায় ও বাহু যুদ্ধে তাহাকে পরাভব করিতে পারিনাই কিন্তু তিরেতে এরূপ আঘাত্তি হইয়াছে আমার বোধ হয় রাত্রমধ্যে মরিবেক আর যদি সে না মারিয়া পুনরায় কল্য যুদ্ধে আইসে তবে আমার কি হইবে তাহা ঈশ্বর কহিতে পারেন। রোস্তম গৃহে আইলে জাল দেখিলেক রোস্তমের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তধারা পতিতো হইতে ছে জালরোদণ করিয়া কহিল হে ঈশ্বর; তুমি এদায়হইতে আমাকে রক্ষাকর জাল রক্তমুঞ্জন করিয়া ঔষাদি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করাইতে লাগিল ও রোদণ করিল। কহিল আমি অনেক বলবান ও দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি এমত বলবান কখনদেখিনাই আমি তির মারিলে লোহা ও প্রস্তর ছেদ হইয়াছে কিন্তু এছফন্দিয়ারের সরীরে প্রবেস হইল না ইহার সরীর অষ্ট ধাতুর ন্যায় কঠিন জানি

বল করিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়াছি এছফন্দিয়ারকে মা রিতে পারিনা। ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম যে সায়ংরাত্রি উপ স্থিত হইল এ নিমিত্ত অদ্য প্রাণ লইয়া আইলাম কল্য তাহার সঙ্গে যুদ্ধকরা আমার সাধ্যনহে যদি রাত্রিমধ্যে না মরিয়া বাচিয়া থাকি তবে প্রাতকালে এখান হইতে প্রস্থান করিয়া কোন বন মধ্যে প্রবেশ করিব আমি তাহার নিকট যাইতে পারিবনা, জাল কহিল যদি তুমি পালাও তবে এছফ ন্দিয়ার আসিয়া আমার স গোষ্ঠিকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে কেবল তোমার ভয়ে এখন পর্য্যান্ত আইসে নাই জাল আর কহিল যে ছিমোরগ তাহার পালক দিয়া কহিয়াছিল বিপদ কালে এই পালককে দগ্ধ করিলে আসিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিবেক ইহাহইতে আরকি বিপদ সেইপালক পোড়াই বলিয়া অগ্নি আনাইয়া অট্টালিকার উপরি ভাগে অগ্নি প্রজ্ব লিত করিয়া ছিমোরগের একটি পাখা ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ পক্ষ রাজ আসিয়া কহিল তুমি এমত কি বিপদ গ্রস্তহইয়াছ যে আমাকে তন্নিমিত্তেস্মরণ করি য়াছ? জাল কহিল এছফন্দিয়ার রোস্তমের হস্ত বন্ধন করি তে আসিয়াছিল তাহা সম্মত না হওয়াতে অবশেষযুদ্ধ করিয়া রোস্তমকে ও তাহার ঘোটককে অতি অসামর্থ করিয়াছে, ইহা কহিয়া রোস্তমকে ও তাহার ঘোটককে দেখাইল পক্ষরাজ কহিল চিন্তা নাই আমি ঔষধি দিতেছি পক্ষচঞ্চু দ্বারা রোস্ত মের ও অশ্বের সরির হইতে তিরের ফলা বাহির করিয়া আপ ন পাখা উভয়ের অঙ্গে বুলাইল তৎখনাৎ আরগ্য হইল পর রোস্তম পক্ষরাজকে কহিল এছফন্দিয়ার মহাবীর পরা

ক্লান্ত তাহার সহিতযুদ্ধে আমি অক্ষেম হইয়াছি আপনিউপায় বলুন পক্ষ কহিল তুমি যুদ্ধে তাহাকে পারিবানা আমাহইতে ও তাহার কিছু হইবেক না; হপ্তখানের বম্মে আমার ঘোড়া ছিল এই এছফন্দিয়ার একাকি তাহাকে মারিয়াছে,পৃথিবিতে ইহার তুল্য বলবান জন্মে নাই এবং জন্মিবেনা ঈশ্বরের অনুগৃহিত লোক ইহার সহিত বিবাদ করা অকত্তব্য কজ্জাল কহিল যদি রোস্তম পলায়ন করে অথবা লুকাইয়া থাকে তবে এছফন্দিয়ার আমার সকল পরিবারকে বাঁন্ধয়া লইয়া যাইবেক, পক্ষ অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিল এছফন্দিয়ারের মৃত্যুর উপায় আমি জানি কিন্তু এছফন্দিয়ারকে যে ব্যক্তিনষ্ট করিবে সে অতি শীঘ্র মরিবে। রোস্তম কহিল সে কি? উপায় পক্ষ কহিল অমুক নদীরপারে গজনামে এক প্রকার বৃক্ষআছে তাহারি যেশাখার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র দুইশাখা সেই ডাল লইয়া তাহাতে তির প্রস্তুত করিয়া এছফন্দিয়ারের চক্ষে লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিলে মরিবে। রোস্তম কহিল কল্য প্রাতে তাহার নিকট যুদ্ধ করিতে যাইতেহইবেক অথবা এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবেক এই রাত্রি মধ্যে সেইবন হইতে গজ আনিয়া তির প্রস্তুতকরা মনুষ্যের অসাধ্য? পক্ষকহিল তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর আমি তোমাকে সেইখানে এখনি লইয়া সেই বৃক্ষ দেখাইয়া দিব। পরে রোস্তম পক্ষ পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলে পক্ষ তৎক্ষণাত উড্ডীয়মান হইয়া ঐ বনে লইয়া রোস্তমকে সেই গজের বৃক্ষে ও সেই অগ্রশাখা দেখাইলে রোস্তম তাহা লইয়া পুনরায়পক্ষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ

রোস্তমকে বাটিতে রাখিয়া আপনি আপন স্থানে প্রস্থান করিল। রোস্তম তৎখনাত সেই ডালে দুইফলা সংযোজিত করিয়া তির প্রস্তুত করিয়া রাখিল ॥

দ্বিতিয় বার রোস্তমের সঙ্গে এছফন্দিয়ারের যুদ্ধ ও মৃত্যু ॥

পর দিবস প্রাতে রোস্তম রণসজ্জা করিয়া অশ্বারোহি হইয়া এছফন্দিয়ারের শিবিরের নিকট আসিয়া সিংহনাদ করিয়া কহিল ॥

উঠ উঠ বির বর এখন নিদ্রায়।
যুদ্ধের কারণে আমি আসেছি হেতায় ॥
একথা শুনিয়া বির তখনি উঠিল।
শুখের সে নিদ্রা তার বিশ তুল্য হৈল ॥

এছফন্দিয়ার গাত্রাউর্থানন্তর রণসজ্জা করিয়া বসোতনকে কহিল আমার বোধ হইয়াছিল অনেক তির আঘাত করিয়াছি রোস্তম অদ্য রাত্রে অবশ্য মরিবে কিন্তু তাহার শব্দের দ্বারা পুর্ব্বাপিক্ষা সবল বোধ হইতেছে, তুমি যাইয়া নিরক্ষণ কর তাহার সরিরে তিরের আঘাত সেইরূপ আছে কি বিশেষ হইয়াছে। বসোতন রোস্তমের নিকটে আসিবামাত্র সে বুঝিল যে আমাকে দেখিতে আসিয়াছে; রোস্তম কহিল আমার কোনস্থানে তিরের আঘাতের চিহ্ন ও নাই আমি এমন ঔষধ জানিএকবার লেপন করিলেই তৎখনাৎ আরগ্য হয়, আর আমাকে আঘাত হয় নাই শুচিকার ন্যায় বিদ্ধিয়াছিল। বসোতন আসিয়া কহিল কল্য অপিক্ষা অদ্য রোস্তমকে

শুস্ত দেখিলাম আমি তাহার প্রফুল্লতা দেখিয়া ভিত হইয়াছি অতএব তাহার সহিত সন্ধিকরা ভাল; এছফন্দিয়ার রাগ ভরে অশ্বারোহি হইয়া রোস্তমের নিকটে আসিয়া কহিল কল্য আমার তিরে অতি কাতর হইয়াছিলা অদ্য তাহার কোন চিহ্ন দেখিনা তোমার পিতা জাল জাদুকর জাদুতে তোমাকে আরোগ্য করিয়াছে কিন্তু অদ্য তোমাকে এমত তির মারিব যে জাল জাদুতে কিছু করিতে পারিবেন না। রোস্তম কহিল তুমি সহস্র তির মারিলে ও আমার কিছু হইতে পারিবে না কিন্তু আমি একতিরে তোমাকে জমালয় পাঠাইব তাহার কোন সন্দেহ নাই; যদি তুমি আপন মঙ্গল বাঞ্ছাকর তবে আমার অপরাধ ক্ষেমা করিয়া আমার বাটিতে চল। দোহাই ঈশ্বরের আর জোন্দ পাজোন্দ ধর্ম্ম পুস্তকের দোহাই এবং চন্দ্র সুর্য্যের দোহাই তুমি একবার আমার বাটিতে আগমন করিলে তোমার সঙ্গে বিনা বন্ধনে গোস্তাস্পের নিকট যাইব তাহাতে তিনি বিবচনা করিয়া যাহা উচিত হয় তাহাই করিবেন। এছফন্দিয়ার কহিল আমি বিনা বন্ধনে তোমাকে লইয়া জাইব না। রোস্তম কহিল তুমি আমার বাটিতে চল তোমাকে অনেক দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিয়া সন্তোষ করিব। এছফন্দিয়ার কহিল তোর এমত কিদ্রব্য আছে যে আমাকে দিবি। রোস্তম কহিল।

অমূল্য সহস্র মুক্তা দিবহে তোমায়।
সহস্র কৌটরি রাজ যোগ্য মণিময়॥
সহস্র যুবতি দিব শুন্দরী সকল।
মৃগের সমান চক্ষু শরীর কোমল॥

ছাম নরিমানের আছে যতেক ভাণ্ডার।
খুলে দিব ইচ্ছামত লইবা তোমার॥
তারপর ভৃত্য তুল্য সদা অকপটে।
থাকিব যাইব সঙ্গে রাজার নিকটে॥
বন্ধন বেষ্টিত তব যেবা মনে লয়।
অনুগ্রহ করে কৃপাকর ধর্ম্মময়॥

এছফন্দিয়ার কহিল মিথ্যা অন্যায় কেন কহিতেছ আমি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে পারি কিন্তু। পিতৃ আজ্ঞা লংঘন করিতে পারিব না এখনে আমার কি প্রয়োজন পিতৃ আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, তোমাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। রোস্তম কহিল তাজতক্ত ও বাদসাহির প্রত্যাশায় প্রাণের আসা ত্যাগ করিবে? এছফন্দিয়ার কহিল বন্ধন স্বিকার কর অথবা যুদ্ধকর অন্য কথার আবিশ্যক নাই ইহা। কহিয়া দুইজনে তির ধনুকহস্তে লইলেন। রোস্তম সেইগজ বৃক্ষের দুইফলার তিরহস্তে লইয়া ঈশ্বরকে মনে ২ কহিতে লাগিলেন হে ঈশ্বর হে ধর্ম্ম; তোমরা সাক্ষিহও আমি সন্ধি করণার্থে প্রার্থনা করিতেছি এবং ধন রত্ন দিতে চাহিতেছি ও নানা প্রকার দন্যতা করিতেছি এবং সঙ্গে যাইতে স্বিকৃত আছি কিছুতেই সম্মত হয়না কেবল আমাকে বন্ধন করিতে চাহে। হে ঈশ্বর আমি এখন নিরুপায় হইয়া এই দুই ফলার তিরউহাকে মারিতে লইয়াছি কিন্তু তুমি আমার এ অপবাদ ক্ষেমা করিবা। রোস্তম ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছিল এই সময়ে এছফন্দিয়ার রোস্তমকে এক তির মারিল তাহা দেখিয়া রোস্তম মস্তক নতকরল তির মস্ত

কে না লাগিয়া টুপিতে বিন্ধিল তখন রোস্তম সেইতির লক্ষ করিয়া এছফন্দিয়ারের চক্ষে মারিল।

পক্ষরাজ আজ্ঞামত মারিল সে তির।
ফুটিল চক্ষেতে তির পড়িল রুধির॥
একতিরে অন্ধ হইল রাজার নন্দন।
দেখিয়া সকল লোক করয়ে রোদণ।
হেটমুণ্ড হয়ে পড়ে ঘোড়ার পৃষ্ঠেতে।
ধনুক খসিয়া তার পড়ে হাতে হতে॥

এছফন্দিয়ার তিরের আঘাতে কাতর হইয়া ঘোটকের পৃষ্ঠে পড়িয়া অজ্ঞান হইল আর দুই চক্ষু হইতে রক্ত ধারা পতিত হইতে লাগিল তখন রোস্তম এছফন্দিয়ারকে কহিল॥

দুইসত সাইট তির আমি সহিয়াছি।
লজ্জার কারণে নাহি রোদন করেছি॥
এক তির আমার না পারিলে সহিতে।
শয়ন করিলে তুমি ঘোড়ার পৃষ্ঠেতে॥

এছফন্দিয়ারের পুত্র বহমন দুর হইতে দেখিল যে এছফন্দিয়ার অশ্ব পৃষ্ঠে মস্তক রাখিয়া অনেকক্ষণ রহিয়াছে অতি শীঘ্র নিকটে আসিয়া তদ্দর্শনে চিৎকার সব্দ করিয়া উঠিল তাহা শুনিয়া বশোতন প্রভৃতি সকলে আসিয়া চক্ষেতির বিদ্ধ দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল, পরে চক্ষু হইতে তির বাহির করিয়া ঔষধ প্রদান করিতেছে এমত সময়ে রোস্তম ও জাল আসিয়া অনেক রোদন করিলে এছফন্দিয়ার কহিল আমার ললাটে ঈশ্বর যেমত লিখিয়াছিলেন তাহাই হইল ইহাতে রোস্তমের কোন অপরাধ নাই এখন আমার পুত্র বহমনকে

তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি ইহাকে রাজনিত এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র ও যুদ্ধআদি শিক্ষ্যকরাইয়া ইরানেরবাদসাহ করিবারোস্ত ম কহিল তোমার আজ্ঞা মতঅবশ্য করিব। গোস্তাস্পর মৃত্যু হইলে আমি বহমনকে ইরানের বাদসাহ করিব, পরে বসো তনকে কহিল আমি চক্ষের বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি এ বেদনা গোরে শয়ন নাকরিলে বিশেষ হইবেক না, তুমি ইরা নে জাইয়া পিতাকে কহিবা তাহার মনবাঞ্ছা পূর্ণ্ণ হইয়াছে

মন বাঞ্ছা পূর্ণ্ণ তব হইল এখন।
এখন রাজান্ত কর তুষ্ট হয়ে মন॥
অমর হইয়া রাজ্য শুখে কর তুমি।
আমার কারণ সোক নাকরিও তুমি॥

আর বাসাতনকে কহিল তুমি আমার মাতাকে ও স্ত্রীকে ও ভগ্নিদিগকে বুঝাইবে ও রোদন করিতে বারণ করিবা কপা লের লিপি কেহু খণ্ডন করিতে পারে না॥

এই কথা বলে এক নিশ্বাস ছাড়িল।
আমার উপরে পিতা অন্যায় করিল॥
তখন পবিত্র প্রাণ স্বর্গে চলে গেল।
পঞ্চ ভৌতিক দেহ পঞ্চত্ব পাইল॥

পরে বসোতন বহমন জাল ও রোস্তম ও উভয় পক্ষীয় সেনা সকলে অনেক রোদন করিয়া এছফন্দিয়ারের মৃত্যু দেহএক সিন্ধুকে রাখিয়া বাদসাহি রিতমত মৃগনাভি কর্পূর আদিতে আচ্ছাদিত করিয়া বসোতন বহমনকে জাল ও রোস্তমের নিকট এছফন্দিয়ারের আজ্ঞামত রাখিয়া ইরানেযাত্রা করিল রোস্তম বহমনকে সঙ্গেলইয়া আপন বাটিতে উপস্থিত হইলে

জওয়ারা কহিল বহমনকে তুমি কি নিমিত্তে আনিলা ইহার পিতাকে তুমি নষ্ট করিয়াছ; সেই ক্রোধে বহমন তোমার পরিবার সকলকেনষ্ট করিবে, জাল ও রোস্তমকহিল আমরা তাহা জ্ঞাত আছি কিন্তু এছফন্দিয়ার কয় বাদসাহের সন্তান আমরা পুরষানুকুমে কয়গোষ্ঠীর প্রতি পালিত ভৃত্য তিনি মৃত্যুকালে আপন পুত্র বহমনকে আমারদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন তাহা আমরা কি প্রকার অগ্রাহ্য করিব ইহাতে পরমেশ্বর শেষ যেমত করেণ তাহাই হইবে বর্ত্তমানে ভাবি শুচনার আবিশ্যকনাই, আর বহমনকে আমরা নাআনিলে আমারদিগের ক্ষমা করিবে এমত নহে যখন বহমন সক্ষম হইবে তখনি পিতৃ সত্রুকে মারিবে ইহা সকলে করিয়া থাকে ও জানে অতএব ইহার আন্দোলন করিবার আবিশ্যকনাই যখনএছফন্দিয়ারেরমৃত্যুদেহলইয়া বসোতনইরানেপৌঁছিল গোস্তাস্প সিন্ধুক দেখিয়া অনেক রোদন করিস আর কহিল জাল ও রোস্তম ছিমোরগকে আনিয়া জাদুকরিয়া এছফন্দিয়ারকেমারিয়াছে আমি ইহার প্রতিফলদিব এছফন্দিয়ারের মাতা ও ভগ্নি প্রভৃতি পরিবারসকলে রোদনকরিতেং আসিয়া গোস্তাস্পকে কহিল ॥

নামারিল পক্ষরাজ জাল নাহি মারে।
রোস্তম নামারিয়াছে জানহ অন্তরে ॥
তুমি মারিয়াছ তারে করিয়া যতন
এখন কপট করে করিছ রোদন ॥
লজ্জা না হৈল তব এ বৃদ্ধ বয়েসে।
হেন পুত্রে কাট তুমি রাজ্যের প্রত্যাশে ॥

গোস্তাম্প লজ্জায় হেট মুণ্ড করিয়া থাকিল পরে বসোত্তন এছফন্দিয়ারের দেহকে গোর দিল, রোস্তম বহমন কেনানা বিদ্যায় শুসিক্ষিত করিয়া কিছুদিন পরে গোস্তাম্পকে পত্র লিখিল যে এছফন্দিয়ারের বিশয়ে আমিনিরাপরাধি আছি তাহাকে নানা প্রকার বুঝাইয়া তাহার সঙ্গে আপনার নিকট জাইতে স্বিকৃত ছিলাম তাহা কোন মতে নাশুনিয়া; যুদ্ধ করিলেন; আমি বহমনকে এখানে রাখিয়া নানা বিদ্যা অভ্যাষ করাইতেছি আপনকার যেমত মনোনিত হয় তাহা লিখিবেন। গোস্তাম্প রোস্তমের পত্রপাইয়া বসোত্তনে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল সে কহিল রোস্তম সকল কথা সত্য লিখিয়াছে আমি কহিয়াছিলাম রোস্তম তোমার অশ্বের রজ্জু ধরিয়া জাইতে স্বিকার আছি তবে যুদ্ধের আবিশ্যক কি, তাহাতে আমার প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন, পরে রোস্তমকে লিখিলেন তোমার কোন অপরাধ নাই তাহা আমি বসোত্তনের প্রমুখত জ্ঞাতো হইয়াছি তুমি বহমনকে আমার নিকট পাঠাইবা আর তোমাকে জখন আসিতে লিখিব তখন আসিবা। রোস্তম এই পত্র পাইয়া বহমনকে ইরানে পাঠাইল বহমন ইরানে আসিয়া বাদসাহর সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া প্রণাম করিল বাদসাহ বহমনকে ক্রোড়ে লইয়া সিরচুম্বন করিয়া তৎখণাত উত্তরাধিকারি করিয়া তক্তে বসাইলেন ॥

এছফন্দিয়ার তুল্য তুমিরে আমার।
তোমাবিনে এ তক্তের যোগ্য কেবা আর ॥
চিরজিবি হয়ে তুমি থাকরে বহমন।
সে যদি আমার এখন হলো অদরসন ॥

জালের পুত্র সোগাদের জর্ম্ম ও রোস্তমের মৃত্যু ॥

গৃহস্থকর্ত্তা লিখিয়াছে আজাদ নামে একবর্দ্ধ ছাম নরিমানের গোষ্টির অনেক সমাচার জ্ঞাতছিল সেই আমাকে কহিল তাহার বাক্য প্রমাণ সোগাদের জর্ম্ম ও রোস্তমের মৃত্যুর বিবরণ আমি বিস্তারিত রূপে কহিতেছি ॥

বৃদ্ধকালে জালের উপস্থি হইতে একপুত্র জন্মিল তাহারনাম সোগাদ রাখিল জৈতিষ ও গণকদিগকে আনাইয়া ঐ সন্তান কোন লগ্নে জর্ম্মিয়াছে এবং ইহার ভাগ্য কিরূপ জিজ্ঞাসা করিল ? তাহার গণনা দ্বারা বিচার করিয়া কহিল ছাম নরিমানের বংশ লোপ তোমার এই পুত্র হইতে হইবে, আরস্বর্গ তুল্য জাবলস্তান মধ্যে তোমার ছয়স্তান দেশ এই পুত্র সম ভূম ও উচ্ছিন্ন করিবে। জাল এইকথাশুনিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে মঙ্গল জনক প্রার্থনা করিল; যখন সোগাদ বয়প্রাপ্ত হইল তাহাকে কাবলের বাদসাহর সমীপে পাঠাইল সে আপন কন্যার সহিত সোগাদের বিবাহ দিল; রোস্তম কাবলের বাদসাহর স্থানে প্রতি বৎসর কর লইত এবৎসর আপনি আসিয়া পূর্ব্বাপিক্ষা কিছু অধিক কর লইল, আর তথায় দৈরাত্য করিল সোগাদ কহিল আমার ভ্রাতা আমার অনুরোধ করিলনা আমাকে হেও জ্ঞান করিয়াছে আমি উহাকে প্রাণে নষ্ট করিব। বাদসাহ কহিল তুমি কি প্রকারে রোস্তমকে মারিবা ? সোগাদ কহিল আমি এক মন্ত্রনা করিয়াছি তাহা মনোযোগকর; তুমি এক সভা করিয়া সেই সভায়

আমাকে দুর্ব্বাক্য ও কটুকাটব্যকহিবা আমি তাহাতে দুঃখং হইয়া বাটিতে জাইয়া রোস্তমকে কহিব তাহা শুনিয়া রোস্তম রাগত হইয়া তোমাকে মারিতে আসিবেক তখন তুমি তাহার পদানত হইয়া বিনয় করিয়া আপন বাটিতে আনিবা; আমি এখান হইতে গমন করিলে তুমি তোমার স্বিকারের বনমধ্যে কয়েকটা বৃহৎ কূপ খননকরাইয়া তন্মধ্যেনানাপ্রকার শানি তাস্ত্র পুঁতিয়া কূপের মূখে কমল কাষ্ট আচ্ছাদন করিয়া তা-হারউপর অল্পমৃত্তিকা প্রলেপ করিয়া তৃণ রোপণ দ্বারাএমত করিবা যে কোনমতে কূপবোধ নাহয়; রোস্তম সর্ব্বদা শীকার করিতে গিয়া থাকে তোমাকে স্বীকারের কথা কহিলে ঐবনে লইয়া জাইবা সিকার করিতেগেলে উক্তকুপে পডিয়া মরিবে কাবলের বাদসাহ সোগাদের এই মন্ত্রনা শুনিয়া তুষ্ট হইল পরে একদিন নগরস্থ সমস্ত প্রধানং ব্যক্তিকে নিমন্ত্রন করিয়া আপন সভায়বসাইয় নৃত্যগিত বাদ্যদ্বারা সন্তোষিত করিতে ছেন এমতসময়ে সোগাদ কোনস্থানে ছিল এইসময়েসোগাদ সভারমধ্যেআইলেবাদসাহ তাহাকেসমাদর করিলনা তাহাতে সোগাদ ক্রোধ যুক্ত হইয়া কহিল হে বাদসাহ তুমি এই সভা মধ্যে আমার অপমান কি নিমিত্যে করিলে আমি তোমা হইতে ধনে মানে জাতিতেশ্রেষ্ট, বাদসাহ কহিল ওই জালের পুত্র নহে আর ছাম নরিমানের বংসো নহে; জাল বৃদ্ধকালে এক বেশ্যাকে রাখিয়াছিল তাহার গর্ভে তোর জর্ম্ম তোর পিতা কে তাহা কেহ জানেনা জাল কখন পুত্র বলিয়া সম্বো-ধন করেনা, এবং রোস্তম ও তোকে ভ্রাতা বলেনা, আর জা-

লের পরিবার সকলে তোকে দাশী পুত্র কহিয়া ভৃত্য তুল্য জ্ঞান করে; সোগাদ সভামধ্যে এই সকল কথাশুনিয়া রাগত হইয়া আপন বাটিতে গিয়া জাল ও রোস্তমকে ঐ সকল বিব রণ কহিল, রোস্তম শুনিয়া সোগাদকে শান্ত করিয়া কহিল আমি তাহাকে ধৃত করত কারাগারে বদ্ধ করিয়া তোমাকে কাবলের বাদসাহ করিব, কয়েক দিবস পরে আপন সেনা ও সোগাকে সঙ্গে লইয়া কাবলে যাত্রা করিলে কাবলের বাদ সাহ রোস্তমের আগমনের সংবাদ পাইয়া একদিবসের পথ অগ্রসর হইয়া রোস্তমের পায়ে ধরিয়া অনেক রোদন ও বি নতি করিয়া কহিল আমি মদিরা পানে মত্ত হইয়া সোগাদকে দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি আপনি অনুগ্রহকরিয়া আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করুণ; রোস্তম তাহার অনেক বিনয় বাক্যে তাহাকে ক্ষমা করিল; পরে কাবলের বাদসাহ রোস্তমকে আপন এক বাটিতে রাখিয়া নানামত সেবা দ্বারায় সন্তুষ্ট করিল। সোগা দ বাদসাহকে বিরলে জিজ্ঞাসা করিল কূপ খনন হইয়াছে কি না? সে কহিল তোমার উপদেস মত হইয়াছে। সোগাদ কহিল স্বিকারের উপলক্ষ্যে রোস্তমকে সেইস্থানে লইয়া জাও পরে কাবলের বাদসাহ রোস্তমের নিকটে আসিয়া জানাইল যে অমুক স্থানে এক সুরম্য বন আছে তাহার মধ্যে অনেক মৃগাদি সিকারের যোগ্য পশু থাকে রোস্তম তুষ্ঠ হইয়া অশ্বা রোহি হইয়া সেইদিগে গমন কালিন দক্ষিণে সোগাদ বামে কাবলের বাদসাহ পথ প্রদর্শক রূপে চলিল। যখন সেই কূপের নিকটে পোছিল রোস্তমের অশ্ব নুতন মৃত্তিকার গন্ধ পাইয়া দাডাইলে রোস্তম পদ দ্বারা তাড়না করিতে লাগিল

তত্রাপি ঘোটক চলিলনা, তখন রোস্তম রাগত হইয়া এক কোড়া মারিল ঘোটক প্রহারিত হইয়া লম্ফদিয়া অতিবেগে কুপে পতিত হইল তাহার মধ্যে অস্ত্র সকল স্থাপিত ছিল তদ্বারা ঘোটক ও রোস্তমের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষ্যাত হইল এবং অশ্ব সেই কুপহইতে লম্ফদিয়া দ্বিতিয়কুপে পড়িল এইরূপে ক্রমে২ সাত কুপে পড়িয়া ও উঠিয়া অবশেষে মাঠে আসিয়া অত্যন্ত অসামার্থ্য হইয়া অশ্ব ও রোস্তম অবসন্ন হইল, রোস্তম জানিল যে সোগাদ কাবলের বাদসাহর সহিত মন্ত্রনা করিয়া আমাকে নষ্ট করিল। তখন সোগাদকে ডাকিয়া কহিল আমি তোমার ভ্রাতা এরূপ চাতুরিদ্বারা আমাকে কেন নষ্ট করিলা, আমি তোমার ভাল করিতে আসিছিলাম। সোগাদ কহিল তুমি অনেককে নষ্ট করিয়াছ তাহারি প্রতিফল ঈশ্বর তোমকে দিলেন। কাবলের বাদসাহ কহিল এ অতি খেদেরবিশয় যেরোস্তম আমারএখানে আসিয়া মারা পড়িল আর কোন মনস্যকে কহিল নোস দারু আন রোস্তম কহিল নোস দারু তুমি আপন মস্তকে দেও আমার আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে আমার পুত্র ফরেমোরজ আসিয়া ইহার প্রতিফল তোমাকে দিবেক। পরে সোগাদকে ডাকিয়া প্রবোধ করিয়া কহিল আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইল এইক্ষণে আমার দাড়াইবার বসিবার সক্তিনাই; অতএব যতক্ষণ জীবদ্দশায় থাকি হিংস্রক যন্তুতে আমাকে না খায় এপ্রযুক্ত আমার তির ধনুক পৃষ্ঠদেশ হইতে আমার হস্তে দেও আমি লইতে পারিলামনা, সোগাদ তির ধণক পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়া রোস্তমের হস্তেদিল রোস্তমধণুক লইয়া তির জোয়না

করিল তাহা দেখিয়া সোগাদ ভিন্ত হইয়া এক বৃক্ষের আড়ে লুক্কায়িত হইলে রোস্তম ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তির ত্যাগ করিলে সেই তির গাছ বিদ্ধিয়া সোগাদের বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া নির্গত হইল; সোগাদ উচ্চস্বরে আহঃ সব্দ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। রোস্তম ঈশ্বরকে প্রণাম পূরঃসর ধন্যবাদ করিয়া কহিল তোমার কৃপায় আপন সত্রুকে আপনি মারিলাম ইহাকহিয়া রোস্তম তৎখণাত প্রাণ ত্যাগ করিল আর এক কূপে রোস্তমের ভ্রাতা জওয়ারা পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল আর রোস্তমের সঙ্গে যে সকল মনুস্য সেস্থানে গিয়াছিল প্রায় সকলেই কূপ মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল একজনকিঞ্চিৎদূরে ছিলসেএইপ্রকারসকলের দূরাবস্থা দেখিয়া পলায়ন করিয়া জাবলস্তানে গিয়া জাল ও ফরামোরজকে সকল বৃত্তান্ত কহিল, রোস্তমের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া জাবলস্থ সমস্ত ব্যক্তি সোকাকুল হইয়া রোদন করিল তদনন্তর জাল অনেক সেনা সঙ্গে দিয়া ফরামোরজকে রোস্তম ও জওয়ারা প্রভৃতির মৃত্যু দেহ আনিতে কাবেলে পাঠাইল ফরামোরজ কহিল কাবলের বাদসাহের মস্তক সঙ্গে আনিব কাবলের বাদসাহ ফরামোরজের আগমনের সংবাদ পাইয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে এক দুর্গছিল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া রহিল। ফরামোরজ কাবলে আসিয়া সমস্ত নগরস্থ লোককে বিনাশ করিয়া তাবতের বাটি ও ঘর সমস্ত ভাঙ্গিয়া ও দাহ করিয়া নগর উচ্ছিন্ন করিল। তৎপরে রোস্তম ও জওয়ারার মৃত্যুদেহ তাহার কথক পশুতে খাইয়াছিল তাহা দুই সিন্দুকে রাখিয়া জাবলস্থানে আসিয়া গোরদিল

কিয়ৎ দিবস পরে ফরামোরজ পূনর্ব্বার কাবলে উপস্থিত হইয়া তথাকার বাদসাহকে ধৃত করিয়া সেই কূপে ঊর্দ্ধপদ অধোমুখ করিয়া অস্ত্রাঘাতে মারিল আর তাহার সমস্ত পরিবারকে বন্ধন করিয়া জাবলে পাঠাইয়া আপনার কোন ব্যক্তিকে কাবলের বাদসাহি দিয়া আপনি জাবলে আইল ॥

গোস্তাস্পের স্বর্গারোহণ।

গোস্তাস্প বাদসাহ একসত বিস বৎসর বাদসাহি করিয়া আর এছফন্দিয়ারকে চাতুর্য্য দ্বারা বধকরিয়া অত্যন্ত লর্জ্জিত হইয়াছিল এ নিমিত্ত্য এছফন্দিয়ারের পুত্র বহমনকে ইরানের তক্তে অভিসেক করিয়া আপন পুত্র বসোতনকে প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া কহিলেন তোমরা দুইজনে ঐক্য হইয়া সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিবা কিছুদিন পরে পীড়িত হইয়া পরলোক গত হইলেন।

বহমন রোস্তমের পুত্রের সহিত যুদ্ধ।

বহমন বাদসাহ হইয়া অনেক দান ও সদ্‌বিচার দ্বারা সিষ্টের পালন দুষ্টের দমন করিয়া অতিসুচারু রূপে কিছুদিন বাদসাহি করিলেন। একদিন সভায় বসিয়া সকল সরদার দিগকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন তোমরা সকলে বিবেচনা কর কয়খোছরোর পিতা ছিয়াওসকে আফরাছিয়াব বধ করিয়াছিল এনিমিত্ত্য কয়খোছরো আপন পিতৃ শত্রু আফরাছিয়াবকে যুদ্ধ করিয়া মারিল, আর রোস্তমকে কাবলের বাদসাহ মারিয়াছিল এ প্রযুক্ত, তাহার পুত্র ফরামোজ কাবলের বাদসাহকে নষ্টকরিল, এইমত পুর্ব্বাপর সকলেই পিতৃ সত্রুকে মারিয়াছে ও মারিতেছে। আমার উচিত যে রোস্তম ও তাহার

ভ্রাতা আমার পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতিকে মারিয়াছে তাহার দিগের বধের পরিবর্ত্তে রোস্তমের পিত ও পুত্রকে মারিব সকলে কহিল আমরা আপনকার আজ্ঞাকারি যেমত আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব, তখন বহমন একলক্ষ সেনাসঙ্গে লইয়া জাবলস্থানে যাত্রা করিয়া হিরমন্দ নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া জালকে কহিয়া পাঠাইল যে অবধি তোমরা আমার পিতা ও ভ্রাতাকে বধ করিয়াছ সেই অবধি আমি অসুখি আছি; তাঁহার দিগের পরিবর্ত্তে তোমাকে ও ফরামোরজকে আমি নষ্ট করিব। জাল শুনিয়া কহিয়া পাঠাইল রোস্তম নিরাপরাধি ছিল তোমার পিতার নিকটে অনেক বিনতী করিয়া সঙ্গে যাইতে স্বিকার করিয়াছিল তাহা আপনি জানেন তৎকালে তাহার সঙ্গেছিলেন সকলজ্ঞাত আছেন আমরা তোমার দিগের চিরকালের শুভানুকারি এবং প্রতিপালিত ও আশ্রিত অতএব আমাকে অনুগ্রহ কর। জালের এইরূপ দন্যতা বাক্য শুনিয়া বহমনেরমনে দয়ার উদয়হইল জাল বহুবিধ উপঢৌকনীয়দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বহমনের নিকট আসিয়াছেলাম করিয়া পদদ্বয়ে চুম্বন করিয়া বহমনের ঘোটকের জোর ধরিয়া পদব্রজেসঙ্গে২ গমন করিলে বহমন জালকে অশ্বারোহি হইয়া আসিতে কহিলেন তাহা না করিয়া রজ্জু ধরিয়া আপন বাটিতে বহমনকে আনয়ন করিলে বহমন জালের বাটিতে আসিয়া তাহার ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া সমস্ত ধন লুঠ করিয়া কহিলেন ফরামোরজ কোথা ? জাল কহিল সে স্বিকার করিতে গিয়াছে তোমার আগমনের সম্বাদ পায় নাই। বহমন কহিল আমার আগমনের সমাচার দেশ দেশা

স্তুর ব্যাপ্ত হইয়াছে এখন পয্যন্ত ফরামোরজ শুনে নাই, ইহা কহিয়া বহমন রাগত হইয়া জালকে বর্দ্ধকরিল। ফরামোরজ আপন সৈন্য সহিত কোনস্থানে গোপন হইয়াছিল, জাল কয়েদ হইয়াছে শুনিয়া বহমনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল। তিন দিবস একাদিক্রমে যুর্দ্ধ করিয়া চতুর্থদিবসে ফরামোরজ সৈন্যের প্রতিকুলে ঝড হইয়া কিছু না দেখিতে পাইয়া সমস্ত সেনা পলাইল। ফরামোরজ কথক গুনীন সেনা লইয়া রণ স্থলে থাকিয়া বহমনের অনেক সেনা বিনাশ করিল; পরে বহমন সেনা সকলকে তির বর্ষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। ফরামোরজ অনেক যুর্দ্ধ করিয়া অজ্ঞান হইয়া ভুমিতে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ বহমনের সেনারা তাহাকে ধরিয়া বহমনের নিকটে আনিত হইলে বহমন তদ্দণ্ডেই তাহাকে শুলেদিলেন তৎপরে জাবলস্তানের সমস্তলোককে ছেদনকরিলেন। বসোতন কহিল এই সকল ঈশ্বরের জীবকে নিরু অপরাধে কেন নষ্ট আপন, আপন পিতৃবধের পরিবর্ত্তে ফরামোরজকে মারিলেন। আর সকলকে বিনা অপরাধে নষ্ট করিলে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধি হইবা এপ্রযুক্ত আমার মত এই এখন বাটিতে গমনকর বহমন বসোতনেরবাক্য শুনিয়া লুঠ ও বধ করিতে বারণ করিলেন। তদনন্তর জালকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া জাবলস্তান জালকে অর্পণ করিয়া আপনি ইরানে আসিয়া বাদসাহি করিতে লাগিলেন ষষ্ঠি বৎসর নিষ্কণ্টকে বাদসাহি করিয়া একদিন রাত্রে সভাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে জাইতে ছিল পথি মধ্যে একসর্প দংশন করে তৎ প্রতিকারার্থে অনেক তন্ত্র মন্ত্র

ঔষধাদি করিল কোন মতে বিশেষ কিছুই হইলনা সেই সর্পাঘাতে বহমনের প্রাণ ত্যাগ হয়,মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার এককন্যা হোমানাম্নি ওছাছান নামক এক পুত্রছিল তাহাকে বাদসাহি না দিয়া আপন কন্যা হোমাকে বাদসাহি দিয়া কহিল হোমা গর্ভবতি আছে যদি পুত্রহয় তবে সেই বাদসাহ হইবে আর যদি কন্যা হয় তবে হোমা বাদসাহ থাকিবেক। হোমা বহমনের কন্যা বহমন তাহাকে আপন ভোগ্যা করিয়াছিল এবং বহমনহইতে হোমা গর্ভধারণ করে এই নিমিত্ত্য হোমাকে বাদসাহি দিলেন ॥

হোমার বাদসাহর বিবরণ ॥

হোমা বাদসাহি তক্তে বসিয়া অনেক দান ও প্রজাদিগের প্রতি দয়া এবং সুবিচার সর্ব্বদা করিত তৎপুরুষ্ক্ত সকল লোক কুমে তাহার বাধ্য হইল; কিছুদিন পরে হোমা একপুত্র পুসব হইল তাহা প্রকাশ না করিয়া গোপনে এক দাসীকে প্রতিপালন করিতে কহিল। বাহিরে প্রচার করিল একপুত্র হইয়াছিল জাত মাত্রেই মরিয়াছে; তাবত লোক বসিভুতছিল এজন্য কেহ কোন কথা কহিলনা; সেই বালক,যখন সাত মাসের হইল তখন এক সিন্ধুক আনাইয়া তাহার মধ্যে অতি সুন্দর কোমল শয্যা করিয়া তাহার নিম্নে কিঞ্চিৎ বহু মূল্য রত্নাদি এবং ও সর্ণ্ণ মুদ্রা রাখিয়া ঐ শয্যায় বালককে শয়ন করাইয়া সিন্ধুক বর্দ্ধকরিয়া যামিনী যোগে আপনার বিশ্বাসি দাসীকে কহিল এইসিন্দুক বাদসাহি বাটি ও দুর্গের নিম্নে

কেরাতে নামেয়ে নদী আছে সেই নদীতে ভাষাইয়া আইস। সে মনো মধ্যে চিন্তা করিল যে এ বালক এ স্থানে থাকিলে আমির উজির পুভৃতি সকলে কৃমে জানিতে পারিলে ইহাকে বাদসাহ করিবে এ প্রযুক্ত এ বালক এখানে থাকায় আমার বাদসাহির হানি হইবেক, জলে ভাষাইয়াদিলে যদি আয়ু থাকে তবে ঈশ্বর অবশ্য বাঁচাইয়া রাখিবেন। আঃ কি আক্ষেপ সামান্য ধন ও ঐশর্য্যের লোভে লোভাবিষ্ঠ হইয়া আপন পুত্রকে জলে ভাষাইয়াদিলেক ঈশ্বরইচ্ছায় ঐ সিন্দুক ভাষিয়া দুর্গের পার্শ্বে একজন রজক বস্ত্র ধৌত করিত প্রাত কালে ভাষিতে ২ ঐ সিন্দুক উক্তস্থানে আইল ধোপা বস্ত্র ধৌত করিতে ঐ সময় আসিয়া দেখিল একটা সিন্দুক নিকট দিয়া ভাষিয়া যাইতেছে রজক ঐ সিন্দুক ধরিয়া তটে আনিয় খুলিয়া দেখিল যে পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর একটি বালক তাহার মধ্যে জিবদ্দশায় আছে তখনি ঐ সিন্দুক সহিত বালককে আপন স্ত্রির নিকট লইয়া গিয়া কহিল কল্য তোমার একটি বালক মরিয়াছে; অদ্য ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটি পরম সুন্দর বালক দিয়াছেন। তাহার স্ত্রি ঐ বালককে দেখিয়া ক্রোড়েলইয়া স্তনপান করাইল পরে রজক সিন্দুকের মধ্যেস্থ শয্যা তুলিলে তাহার নিচে অনেক সন্ত মুদ্রা ও বহু মূল্য রত্নাদি দেখিয়া আহ্লাদিতহইয়া ঈশ্বরকে ধন্য বাদকরিয়া কহিল ঈশ্বর আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ধন ও পুত্র দিলেন, ঐ বালকের নাম দরাব রাখিল। তৎ পরে আপন স্ত্রির সহিত পরামর্শ করিল এখানে থাকিলে ঐ বালকের ও ধনের কথা প্রকাশ হইলে বিপদ ঘটিবে অত

এব এস্থান হইতে স্থানন্তরে বাস করাই শ্রেয়। ইহা কহিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে কোন গ্রামে জাইয়া বাস করিল। ঐ বালক বর্দ্ধিত হইলে রজক উহাকে বস্ত্র ধৌত করিতে কহিত সে পালাইয়া আর২ প্রতিবাসি বালক দিগের সহিত ক্রিড়া করিত রজক সর্ব্বদা কহিত আমার পুত্র মূর্খ হইল আপন জাতির বিদ্যা সিখিল না, পরে ধোপা ঐ বালককে এক পাঠশালায় নিযুক্ত করিলে জোন্দ পাজোন্দ ধর্ম্ম পুস্তক এবং আর২ অনেক পুস্তক অতি সিঘ্র অভ্যাস করিবায় পণ্ডিত তাহার বুদ্ধের প্রাখর্য্যতা দেখিয়াআশ্চার্য্য জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা ধোপাকে কহিত তোমার পুত্রের বুদ্ধি ও স্থুল ক্ষণ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে এবালক বাদসাহ কিম্বা উজির হইবে। একদিন দারাব আপন পিতাকে কহিল আমার গুরু জাহা জানিতেন তাহা সমস্ত আমি অভ্যাস করিয়াছি; অন্য কোন গুরুর নিকট আমাকে পাঠ করিতে দেও আর তির, ধনুক; অশ্ব; তলওয়ার আমাকে আনিয়াদেওআমি অস্ত্র যুদ্ধ ও মল্ল বিদ্যা শিক্ষা করিব, সে কহিল আমি দরিদ্র ধোপা ঘোটক কোথা হইতে আনিব দারাব ঘোটক ও অস্ত্র নাপাইয়া দুইদিন আহার না করিবায় তাহার মাতা (অর্থাৎ ধোপার স্ত্রি) তখন ঐ রত্ন একখানি ধোপাকে দিয়া কহিল এই রত্ন বিক্রয় করিয়া জাহাপাও তাহাতে ঘোটক ও অস্ত্র আনিয়া দেও, ধোপা সেই মত করিল দারাব ঘোড়া ও অস্ত্র পাইয়া তুষ্ট হইয়া যুদ্ধের নানা প্রকার কৌসল শিক্ষা করিতে লাগিল। যুদ্ধ বিদ্যার পারদর্শি হইলে একদিন ধোপার স্ত্রিকে অনেক যত্ন পূর্ব্বক আপন জন্ম বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল

অনেক আকিঞ্চন এবং কোট করিতেং সেস যে প্রকারে পাই য়াছিল তাহা সমুদয় বিস্তারিত করিয়া কহিল ? দারাব শুনি য়া বুঝিল যে আমি ইহার দিগের ঔরস পুত্র নহি পালিত পুত্র;কোনপ্রধান লোকের সন্তান অবশ্য হইব কোনবিশেষ কারণে আমাকে ভাষাইয়া দিয়াছিল ইহারা পাইয়া প্রতি পালন করিয়াছে। তখন ধোপার স্ত্রীকে কহিল সিন্দকের মধ্যে যে সকল রত্ন ছিল তাহার কিছু আছে ? সে কহিল দুইখানি রত্ন আছে, দারাব কহিল সেই দুইখানি রত্ন আন আমি দেখিব। রজকি দুইখণ্ড রত্ন আনিল দারাব তাহার একখানি আপনহস্তে বান্ধিয়া রাখিল আর একখানি বিক্রয় করিয়া আপনার উত্তমোত্তম পরিধেয় বস্ত্রাদি করিল আর কিছু টাকা আপনার নিকট রাখিয়া বাকি তাহার ঐ মাতা কে দিল। ঐ সময়ে রোমের বাদসাহ ইরানে যুদ্ধ করিতে আসিবে এই সংবাদ হোমা শুনিয়া আপন উজির ও সেনা পতি রসনওয়াদকে আজ্ঞা করিল আমার যে সৈন্য আছে তদ্ভিন্ন ও নতন কথক গুলিন পাদাতিক সেপাহি বলবান দেখিয়া চাকর রাখিয়া রোমের বদসাহর সহিত যুদ্ধ করিতে জাও রসনওয়াদ হোমার আজ্ঞা মত ইরানে ও তাহার নিক টস্থ দেশ সকলে যোসনা করিল যে আমার অনেক সেপাহি প্রয়োজন আছে জাহারা সেপাহি গরি কর্ম করিতে বাঞ্ছা থাকে আমার নিকট আসিবা দারাব এই ঘোষনা শুনিয়া রসনওয়াদের নিকটে আইল যে সকল সেপাহি চাকরহইতে আসিত রসনওয়াদ তাহার দিগে কে হোমার সহিত সাক্ষ্যাত করাইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিত দারাবকে ও হোমার সমীপে

লইয়া গেলে হোমা দারাবের আকার প্রকার ও রিত চরিত্র ও লক্ষণাদি দর্শন করিয়া মনো মধ্যে বিবেচনা করিল যে এ ব্যাক্তি সামান্য মনূষ্য নহে বোধ হয় কয় বংশীয় অথবা কোন বাদসাহের সন্তান হইবেক তাহার প্রতি হোমার কিছু স্নেহ জন্মিল, রসনওয়াদকে কহিলেন ইহার বেতন অন্য অপেক্ষা অধিকদিবা পরে রসনওয়াদ সেনালইয়া যাত্রা করিল কয়েক দিন পরে এক দিবস একমাঠে অতিশয় ঝড বৃষ্টি আরম্ভ হইলে প্রধানেরা শিবির মধ্যে রহিলেন আর২ সেনা স্থানে২ রহিল। দারার সেই মাঠে এক পুরাতন অতি জির্ন্ন গৃহছিল সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সয়ন করিয়া নিদ্রা গত হইলে শুন্য হইতে এই সব্দ হইল হে জির্ন্ন গৃহং তুমি এখন পতন হও না ইরানের ভাবি বাদসাহ তোমার মধ্যে নিদ্রিত আছে তুমি সাবধান থাকিবা। এই সব্দ সমস্ত সৈন্য শুনিল রসনওয়াদ কোন ব্যক্তিকে কহিল এসব্দ কে করিল তাহার তথ্য জানিয়া আইস? অনেকে সন্ধান করিতে গেল পুনরায় ঐই সব্দ হইলে বহমনের পুত্র তোমার মধ্যে নিদ্রিতআছে এখন পতিত হইবানা সাবধান থাকিবা; ইহা শুনিয়া রসনওয়াদ সন্ধান করিতে পুনর্ব্বার লোক পাঠাইল প্রথমে যাহারা সন্ধানার্থে গিয়াছিল তাহারা আসিয়া কহিল আমরা অনেক অনুসন্ধান করিলাম কোনস্থানে মনুষ্য দেখিতে পাইলাম না; আর পৃথিবী হইতে এশব্দ হয় নাই আকাশ হইতে এশব্দ হইতেছে আমার দিগের বোধ হইল। তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার পুর্ব্বমত শব্দ হইলে রসনওয়াদ বিস্ময়াপন্ন হইয়া চারিদিক নিরক্ষণ করিতে২ অতিদুরে মাঠেরমধ্যে

এক পুরাতন গৃহের ন্যায় দৃশ্য হইলে কোন লোককে কহিল ঐ গৃহে কেহ আছে কিনা দেখিয়া আইস। সে তৎক্ষণাত দেখিয়া আসিয়া কহিল একজন যুবক সেপাহি ঘরের মধ্যে নিদ্রিত আছে, কিন্তু সেইগৃহ খণ্ড ২ হইয়া রহিয়াছে বোধ হয় এইক্ষণেই পতিত হইবে। রসনওয়াদ কহিল তাহাকে শীঘ্র আমার নিকট আন সে গিয়া দারাবকে জাগৃত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইবা মাত্রেই সেইগৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেব্যক্তি আসিয়া সম দয় বৃত্তান্ত কহিল, রসনওয়াদ দারাবের প্রতি অতিশয় তুষ্টহইয়া তাহার জন্ম বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল দারাব রজকের নিকট যেমত ২ শুনিয়াছিল তাহা অবিকল কহিল। রসনওয়াদ শুনিয়া দারাবকে অশ্বাদি নানাবিধ দ্রব্য পারিতোষিক দিয়া ঐ ধোপা ও ধোপানিকে আনিতে লোক পাঠাইল। তাহারা আইলে দারাবের জন্ম বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল আমরা পূর্ব্বে ইরানে বসতি করিতাম কেল্লার পার্শ্বে ফোরাত নদিতে বস্ত্রধৌত করিয়া কাল যাপন করিতাম, এক দিবস অতিপ্রত্যূসে বস্ত্রধৌত করিতে গিয়া দেখিলাম যে ঐ নদির ধার দিয়া এক সিন্দুক ভাসিয়া যাইতেছে আমি ঐ সিন্দুক ধরিয়া তটে আনিয়া চাবি ভাঙ্গিয়া দেখিলাম একটি সাত আট মাসের বালক এক উত্তম শয্যার উপর নিবদ্ধশায় আছে আমি সিন্দুক সহিত লইয়া আমার স্ত্রীকে দেখাইলাম সে বালককে লইয়া স্তনপান করাইল, পরে সিন্দুকের মধ্য হইতে সেই শয্যা ও বস্ত্রাদি তুলিলাম তাহার নিচে কথক গুলীন মোহর ও বহুমূল্য রত্নছিল তাহা লইয়া আমরা পরামর্শ করিলাম যে এখানে থাকিলে একথা

প্রচার হইলে বিপদ হইবে এইযুক্তি স্থির করিয়া সেখান হইতে অন্যস্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলাম, আর সেই রে রত্নাদি দ্বারা ইহাকে নানাবিদ্যা অভ্যাস করাইয়াছি। রস নওয়াদ শুনিয়া কহিল সেই সকল রত্নের কিছু আছে বোপা র স্ত্রী কহিল দুইখানি অবশিষ্ট ছিল তাহার একখানি বিক্রয় করিয়া দারাব আপন বস্ত্রাদি ও পার্থয়োপযুক্ত লইয়া আর কিঞ্চিৎ আমার দিগের দিয়া আসিয়া ছিল আর একখানি রত্ন দারাব আপনি রাখিয়াছে। তাহা শুনিয়া রসনওয়াদ দারাবকে সেইরত্ন বাহির করিতে কহিলেন দারাব সেইরত্ন খানি আপন হস্ত হইতে খুলিয় রসনওয়াদকে দেখাইল, রস নওয়াদ সেইরত্ন দেখিয়া জানিল যে এব্যক্তি বহমনের পুত্র বটে? হোমা রাজ্যলোভে ইহাকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল তখন দারাবের মর্য্যদা বৃদ্ধি করিয়া দারাবকে প্রধান সেনা পতিত্ব পদে নিযুক্ত করিল যখন রোমের সেনার সঙ্গে একত্রি হইল তখন দারাব অত্যঅল্প সেনা সঙ্গে লইয়া রোমের সেনার সহিত এমত ঘোরতর যুদ্ধ করিল যে তাহারা ক্রমে পরাঙ্মুখ হইলেন, দারাব ব্যাঘ্রেরন্যায় তাহারদিগের পশ্চাত ২ ধাবমান হইয়া অনেক সেনাকে নষ্টকরিল, সন্ধ্যের সময় উভয় সেনা আপন ২ শিবিরে গেল। রসনওয়াদ দারাবের যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া অনেক প্রশংসা করিল; পরদিবস প্রাতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভহইলে দারাব রসনওয়াদকে কহিল আপনি শিবির মধ্যে থাকুন আমি অল্পসেনা লইয়া রোমি দিগেরপরাভব করিব। রসনওয়াদকহিল তুমি রোমি দিগকে পরাভব করিতে পারিলে হোমাকে কহিয়া তোমাকেগ্রাম ও

অনেকখন দেওয়াইব দারাববিদায় হইয়া রোমিদিগের সৈন্য মধ্যে গিয়া অনেক সেনা সংহারকরিল, কেহদারাবেরনিকটে আসিতে পারিল না, ক্রুমে করছর রোম ফয়লকুছকে ধরিতে ধরিতে ধাবমান হইল তাহা দেখিয়া ফয়লকুছ দুরে গেল এবং দিবা অবসান দেখিয়া সে দিবস যুদ্ধ রহিত থাকিল; রস নওয়াদ দারাবকে আপন নিকটে আনিয়া অনেক প্রশংসা করিয়া নানাবিধ রত্ন; বস্ত্র; ও অস্ত্র পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন দারাব তাহার কিছু গ্রহণ না করিয়া একটি বরছি মাত্র লইয়া কহিল অন্য দ্রব্যতে আমার প্রয়োজন নাই, রোমি সরদারেরা পরস্পর কহিল যে করছর কহিয়াছিল ইরানে এক স্ত্রিলোকে বাদসাহি করে আমরা গিয়া সহজে ঐরাজ্য অধিকার করিব কিন্তু যে সরদার যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে এখন পর্য্যন্ত সে যুদ্ধ করে নাই এক বালক অল্প সেনা সঙ্গে লইয়া আমারদিগের অনেক সেনা মারিল যে দিগে আসিয়া পড়ে সেই দিগ শুন্যকরে অতএব করছরকেবলিয়া আমরা আপন দেশে জাই; এই মন্ত্রনাধার্য্য করিয়া করছরেরনিকটে জ্ঞাপন করিল করছর কহিল কল্য আর একবার যুদ্ধ করিব তাহাতে ঈশ্বর যেমন করেণ দেখিয়া বিবচনা করিব। পর দিবসপ্রাতে যখন উভয় সেনা একত্র হইল দারাব রোমের সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক রোমের সেনাবিনাশ করিল ৷৷

দারাব সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিল।
দেখিয়া রোমের সেনা সভয় হইল ৷৷
রোদন করিয়া সেনা ছাড়ে রণ-ভুম।
বুঝি আর ফিরে নাজাইতে হবে রোম ৷৷

কয়ছর রোম তাহা দেখিয়া রসনওয়াদের নিকট দূত দ্বারায়
কহিয়া পাঠাইল আমি অপরাধ করিয়াছি ক্ষেমা কর পূর্ব্বাপর
যেমত করদিয়াছি তাহালও; রসনওয়াদ তাহা শুনিয়া সম্মত
হইলা কয়ছর রোম অনেক উপঢৌকন ও করের টাকা পাঠা
ইয়া সন্ধি করিয়া রোম দেশে প্রস্থান করিল রসনওয়াদ এই
জয় সংবাদ ও দারাবের যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত করিয়া
হোমাকে লিখিল এবং দারাবের হস্তে যে রত্ন ছিল তাহাও
পাঠাইল যখন হোমার নিকট ঐ পত্র ও রত্ন পৌছিল হোমা
রত্ন দেখিয়া জানিল যে আমার পুত্র আর মনো মধ্যে কহিল
যে দিবস প্রথম কর্ম্মে নিযুক্ত হইল তখনি তাহাকে দেখিয়া
আমার স্নেহ হইয়াছিল; হোমা আহ্লাদিত হইয়া অনেক ধন
বিতরণ করিলেন আর রসনওয়াদকে লিখিলেন দারাবকে
লইয়া শিঘ্র আমার নিকটে আসিব। যখন রসনওয়াদ দারাব
কে সঙ্গে লইয়া নিকটে পৌছিল হোমা একদিনের পথ অগ্র
সর জাইয়া দারাবকে ক্রোড়ে লইয়া শির চুম্বন করিয়া বাটি
তে আনিয়া শুভদিন দেখিয়া তক্তে বসাইল। হোমা দ্বাত্রিং
শৎ বৎসর বাদসাহি করিয়া পরে দারাবকে বাদসাহ করিল

দারাবের বাদসাহির বিবরণ ॥

দারাব ঈরানের বাদসাহ হইয়া পূর্ব্ব রিতমত প্রজার পালন
ও দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করাতে ছোট বড সকলে
তুষ্ট হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। দারাব সেই ধোপা
ধোপানিকে আনাইয়া অনেক ধন তাহারদিগের দিয়া কহিল

তোমরা বস্ত্র ধৌতের কর্ম্ম হইতে ক্ষেন্তহইয়া নদিতীরে জাইয়া সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিবা যদি আর কোন সিন্ধুক পাও ও তাহাতে দারাবের ন্যায় বালক থাকে। ধোপা কহিল আমি জাতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম ইহা কহিয়া রজক বিদায় হইল, কিছুদিন পরে সয়েব নামক আরব দেশের বাদসাহ এক লক্ষ্য সেনা সঙ্গে লইয়া ইরানে যুদ্ধ করিতে আইলে দারাব তাহা শুনিয়া আপন সেনা গণকে সঙ্গে লইয়া দিবা রাত্র আরব দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া চতুর্থ দিবসে দারাব আরবের বাদসাহ সয়েবকে নষ্ট করিল; আরবের অবশিষ্ট যে সেনা ছিল তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে দারাব কথক দুর তাহারদিগের পশ্চাৎ২ ধাবমাদ হইয়া পুনরাগমন করত তাহারদিগের অনেক ধন সম্পত্তি ও অশ্ব পাইলেন; তাহার কিছুদিন পরে দারাব আপনসেনা দিগ্যে সুসজ্জিভূত করিয়া রোম দেশে উপস্থিত হইয়া রোমের বাদসাহ ফয়ল কুছের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন; তাহাতে ফয়লকুছ অশক্ত হইয়া আমু নগরের দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার বদ্ধ করিয়া আপনার এক একজন দূতকে অনেক উপঢৌকন সহিতপাঠাইয়া সন্ধিকরিয়া কর ধার্য্যকরিল। পরেদারাবকোন লোকহইতে শুনিল যে ফয়লকুছের নাহিদ নাম্নি এক পরম সুন্দরি কন্যা আছে দারাব ফয়ল কুছের নিকটে সেইকন্যা চাহিলেন ফয়ল কুছ শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া সেই কন্যাকে দারাবের নিকট পাঠাইলে দারাব নাহিদকে বিবাহ করিয়া ইরানে আসিয়া বাদসাহি করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে দারাব আপন সভার হকিম ও বৈদ্য দিগের কহিলেন ফয়ল কুছের কন্যা নাহি

নের মুখে অতিসয় দুর্গন্ধ এ নিমিত্ত্য আমি সর্ব্বদা অসুখি আছি, তাহারা কহিল ঔষধ করিলে দুর্গন্ধ দূর হইবে। পরে হকিমেরা কহিল এছকন্দর নামক এক প্রকার খুদ্র বৃক্ষ আছে তাহা কিছুদিন চর্ব্বন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হইবে, সেই বৃক্ষর পাতা আনাইয়া নাহিদকে চর্ব্বণ করিতে দিলে নাহিদ সেই পত্র চর্ব্বন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হইল, কিন্তু সেই পত্রের তিক্তিরতাতে মুখের মধ্যে ক্ষ্যাত হইল তজন্য আপন পিতা ফয়লকুছের নিকটে যাইবার প্রার্থনা করিল; দারাব তাহার মুখের দুর্গন্ধের নিমিত্ত্য অসুখি ছিল তখনি নাহিদকে রোমে পাঠাইল। নাহিদ দারাব হইতে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল তাহা প্রকাস করিলনা, রোমেতে আসিয়া কিছুদিন পরে এক পুত্র প্রসব হইল ফয়লকুছ অপুত্রক ছিল ঐ নাহিদের পুত্র জন্মিলে প্রচার করিল আমার এক পুত্র জন্মিয়াছে নাহিদ অন্তঃসত্ত্বা সময়ে মুখের দুর্গন্ধ প্রযুক্ত এছকন্দর বৃক্ষের পত্র চর্ব্বণ করিয়া মুখে ক্ষ্যাত হইয়াছিল এপ্রযুক্ত আপন পুত্রের এছকন্দর নাম রাখিল কিন্তু এছকন্দর দারাবের পুত্র এ কথা কেহ জানিতে পারিলনা॥

এছকন্দর পুত্র হৈল ফয়লকুছ পিতা।
রোম দেশে এইমত হইল জনতা॥
ফয়লকুছ গতো মইলে রাজা হইল সেই।
সকল পৃথিবী সুলানিত হৈল সেই॥

এছকন্দর রোস্তমের ন্যায় বলবান ছিল, রাজনীত, ধর্ম্ম সাস্ত্র, যুদ্ধ বিদ্যা ও হেকমত অর্থাৎ বৈদ্য সাস্ত্র দ্রব্য গুন ও শিল্প বিদ্যা প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে পণ্ডিত হইল; আর

অনেক পণ্ডিত ও হকিমকে আপন নিকটে রাখিল, এবং ফল্লাতুর প্রধান শিষ্য আরস্তাতালিছকে আপন মন্ত্রি করিল এছকন্দরের বিশেষ বিবরণ ইহারপর অবগত হইবা এখানে দারাবের আর এক স্ত্রী হইতে একপুত্র হইল তাহারনাম দারা রাখিল, যখন দারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল তখন দারাবের লোকান্তর গমন হইল। চৌদ্দবৎসর চারিমাস দারাব বাদসাহি করিয়া আপন পুত্র দারাকে বাদসাহিতে অভিসেক করিয়া সর্গযাত্রা করিল।

দারাবের বাদসাহির বিবরণ।

দারাব বাদসাহ হইয়া পৈত্রিক নিয়মানুসারে রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করিল আর যে২ বাদসাহর নিকট হইতে দারাব কর গ্রহণ করিত তাহাদিগের নিকটে দূত পাঠাইয়া করেরটাকা আনাইল কেবল যেদূত রোমদেশে ফয়লকুছের পুত্র এছকন্দরের নিকট গিয়াছিল সেকহিল এছকন্দর কর দিলনা, কিছুদিনপরে দারা এছকন্দরকে একপত্রলিখিল যে পূর্ব্বাপর যেরূপ করদিয়া আসিতেছ তাহা অনেক দিবস পাঠাও নাই এই দূতের সমভিব্যাহারে পাঠাইবা, এইপত্র দূতদ্বারা এছকন্দরের নিকটে রোমদেশে পাঠাইল। এছকন্দর পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল যে আমার পিতা ফয়লকুছ তোমার পিতা দারাব কেকর দিতেন সেসবয় গতো হইয়াছে কালের গতি সর্ব্বদা সমান থাকে না এখন তুমি আমাকে কর দেও নতুবা আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তোমার ইরান লইব, আর তুমি এমত জ্ঞান করিবা না যে আমি কেবল ইরান লইয়া ক্ষেন্ত থাকিব আমার বাঞ্ছা সমস্ত

পৃথিবী গ্রহণ করিব; আর তোমার দূতের পশ্চাৎ অতিশীঘ্র সসৈন্য যুদ্ধ করিতে যাইতেছি তুমি যুদ্ধের আয়োজন করিয়া প্রস্তুত থাকিবা ॥ এইপত্র দূতকে দিয়া বিদায় করিয়া আপনার সেনাগণকে শুসজ্জীভূত করিয়া ইরানে যাত্রা করিল। দারা এইপত্র পাইয়া অতিশয় রাগত হইল এবং সেই সময়ে আর কোন ব্যক্তি আসিয়া কহিলএছকন্দর সসৈন্য হইয়া অতিনিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে ? ইহা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া আপন সৈন্য লইয়া বাহির হইয়া আশুখর কারছ নামক নগরে উপস্থিত হইলে তখন দুই পক্ষের সেনা সেই মাঠের দুইদিগে শিবির করিয়া থাকিল। পরদিবস এছকন্দর দূতের বেশধারণ করিয়া দারার নিকট সন্ধান লইতে গমন করিল; দারাতাহাকে দেখিয়া আপন নিকটে ডাকিয়া কহিল ছেকন্দর তোমায় কি নিমিত্ত্যপাঠাইয়াছে; দূত কহিল ছেকন্দর কহিয়াছে; আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই আমার বাঞ্ছা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিব; তোমার অধিকারের মধ্য দিয়া আমাকে জাইতে পথ ছাড়িয়াদেও আমি অন্যদেশে গমন করি, তাহা নাশুনিয়া যদি যুদ্ধকর তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি আমি তোমার সেনা দেখিয়া ভীত নহি আমার সঙ্গেও সেনা আছে দারা দূতের রিতি চরিত্র ও কথোপকথনে বিশ্ময়াপন্ন হইয়া কহিল অনেক দূত দেখিয়াছি কিন্তু এতদ্রুপ সাহসিক দূত কখন দেখিনাই কহিয়া কহিল,

কাহা হৈতে জন্ম তব নাম কি তোমার।
তুমি বুঝি না হইবে প্রেরিত কাহার ॥

বাক্যের কৌশলে তব হতেছে সংশয় ।
ছেকন্দর হবে তুমি হেন মনেলয় ।।

দূত কহিল আমা অপিক্ষা অনেক বিশিষ্ট ভৃত্য ছেকন্দরের নিকট আছে এবং সে এমত নির্ব্বোধ নহে যে আপনি দূত হইয়া আসিবেক সে রাজনীতি সকল জ্ঞাতআছে; পরে দারা তাহাকে নিকটে বসাইয়াপেয়ালা পুরিত মদিরা দিতে কহিল দূত মদিরা পান করিয়া পেয়ালা আপনি রাখিল যেব্যক্তি মদ্য দিতেছিল দারাকে জানাইল যে দূত মদ্য পান করিয়া পেয়ালা রাখিল দারা দূতকে কহিল কি নিমিত্ত্য পেয়ালা দেওয়াই; দূত কহিল আমার দেশে এই নিয়ম আছে দূতের হস্তে যে দ্রব্য দেয় তাহা আর লয়না; দারা হাস্য করিয়া কহিল অন্য পেয়ালা আনিয়া মদিরা দেও দূত ক্রমে ২ চারি পেয়ালা লইল; পরে সন্ধের সময় নানাবিধ আহারিয় দ্রব্য আনাইয়া সভাস্থ সকলের সঙ্গে একত্রে আহার করিতে বসিল সেইসময়ে একব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল সে ছেকন্দরকে চিনিত সে দারারনিকটে জানাইবার নিমিত্ত্য দণ্ডায়মান হইলে তাহাকে দেখিয়া ছেকন্দর অনুভব করিল যে দারাকে জানার পরিচয় দিবেক।

ছেকন্দর বুঝিল এবে প্রকাশ হইল ।
এখন আমার থাকা উচিত না হইল ।
এতেক বিচার করি তখনি উঠিল ।
দারাকে না জানাইয়া বাহিরেতে গেল ।।
আপনার অশ্বেচড়ি গমন করিল ।
নিজ সিবিরেতে আসি দরশন দিল ।।

পরে দারা ধরিবারে লোক পাঠাইল।
অন্ধকার নিশি ছিল দেখিতে না পাইল ॥

ছেকন্দর আপন শিবিরে আসিয়া আরস্তাতালিছ প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া সেই চারিটা পেয়ালা দেখাইয়া কহিল অতি শুলক্ষণ হইয়াছে? শত্রুর ঘর হইতে ধনপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি ইহাতে এমত বোধ হইতেছে যে দারাব সমস্ত দেশের চত্তুর্দ্দিগ আমি গ্রহণ করিব, এবং দারার ও সভাসত গণের রীতি চরিত্র দেখিয়া বুঝিয়াছি সেযুর্দ্ধে আমার সঙ্গে কখন সক্ষম হইতে পারিবেক না।

দারার সহিত ছেকন্দরের যুদ্ধ।

পররদিবস প্রাতে দুইপক্ষের সেনায় যুর্দ্ধ আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবা রাত্র যুর্দ্ধ করিয়া অষ্টম দিবসে দারা পলায়ন করিল সেনাও ছিন্ন ভিন্ন হইল। ছেকন্দরের সেনা তাহার দিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ফোরাত নদির তিরপর্য্যন্ত গিয়া পুনরাগমন করিয়া তথাকার রাজ্যের নিয়ম নির্ধার্য্য ও সুশাসিত করিবার নিমিত্ত্য কিয়ৎকালসেইস্থানে থাকিল দারা সেই সকল সেনা একত্র করিয়া এবং আর কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার ছেকন্দরেরসঙ্গে যুর্দ্ধ করিল তাহাতে দারা পরাজয় হইয়া পলায়ন করিল। ছেকন্দর ইরানে থাকিয়া তাবৎ মনুষ্যকে স্নেহ দ্বারায় বসিভূত করিল, আর কহিল তোমরা সকলে জ্ঞাত আছ দারাব বাদসাহ করল কুছের কন্যা নাহিদকে বিবাহ করিয়া ছিলেন তাহার মুখের দুর্গন্ধের জন্য তাহাকে এছকন্দর নামক বৃক্ষের পত্র চর্ব্বন করিতে দিয়া ছিলেন সেইপত্র চর্ব্বন করিয়া মুখের দুর্গন্ধ

দূর হইয়া মুখের মধ্যে ক্ষান্ত হইল এপ্রযুক্ত তাহাকে রোমে পাঠাইয়া ছিলেন; তৎকালে নাহিদ আমার মাতা গর্ভবতী ছিলেন পরে রোমদেশে পৌঁছিয়া কিছুদিন।পরে আমাকে প্রসব হইলেন দারাবের প্রধান পুত্র আমি অতএব আমি তাহার উত্তরাধিকারি তোমরা সকলে মনস যোগ পূর্ব্বক আপন ২ কর্ম্মে নিযুক্ত থাক; এই কথা শুনিয়া সকলে বিশ্বাস করিয়া ছেকন্দরের বাধ্য হইল; দারা দেখিল যে সকল লোকই ছেকন্দরের বাধ্য হইয়াছে তখন ইরানীয় ব্যক্তি সকলকে ডাকাইয়া কহিল রোমের বাদসাহ সর্ব্বদা ইরানের অধীন ভৃত্য স্বরূপছিল অধুনা তোমরা ছেকন্দরের মিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার দাসত্ব স্বিকার করিলা ক্রমে তোমার দিগের ধন সম্পত্যাদি লইয়া তোমার দিগকে নষ্ট কিম্বা বদ্ধ করিয়া আপন দেশে যাইবে। দারার এইরূপ ভয় প্রদর্শন বাক্য শুনিয়া যাহারা দারার অতি আত্মীয় ছিল তাহারা দারার নিকটে সত্য করিল যে আমরা সকলে ঐক্য হইয়া প্রাণপন করিয়া পুনরায় ছেকন্দরের সহিত যুদ্ধ করিব তাহা শুনিয়া কথক গুলীন সেনা সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার ছেকন্দরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল।

দুইসৈন্য মহাক্রোধে যুদ্ধআরম্ভিল।
গদা খড়্গ আদি নানা অস্ত্র হস্তে নিল॥
সেনাগণ কলোরবে হেন জ্ঞান হইল।
স্বর্গ মর্ত্ত আদি সব বাধির হইল॥
পিতা পুত্রের মধ্যে স্নেহ না রহিল।
পৃথিবী হইতে স্নেহ একেবারে গেল॥

যুর্দ্ধদেখে দিন নাথ অস্তাচলে গেল।
অপারক হয়ে দারা পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিল॥
ছেকন্দর সেই যুর্দ্ধে জয় যুক্ত হৈল।
দারা পলায়ন করে আশু ধরে গেল॥

পরে ছেকন্দর তাহার পশ্চাৎত্যাগ করিলে তিনসত লোক সঙ্গে লইয়া কোনস্থানে লুকাইত থাকিয়া আপন সরদারদিগ কে পরামৃস জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল ছেকন্দরের সহিত সন্ধিকরা শ্রেয় ? দারা কহিল আমি প্রাণ দিতে স্বিকৃত আছি কিন্তু ছেকন্দরের সরণাগত হইতে পারিবনা; ছেক দ রের পুরুষানুক্রমে আমারদিগের অধিনছিল আমি তাহার পদানত কি প্রকারে হইব, তখন দারা কান্য কুব্জ দেশের বাদসাহ কুরহিন্দিকে সহায় হইতে পত্র লিখিল কুরহিন্দি দার র পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিবেন আমার সেনা ও আর২ নিকটস্থ বাদসাহ দিগের সৈন্য লইয়া সকলে অক্য হইয়া ছেকন্দরের সহিত যুর্দ্ধ করিব॥

উজিরের হস্তে দারার মৃত্য

দারা কুরহিন্দির পত্র পাইয়া যে লোক তাহার সঙ্গেছিল তাহারদিগের লইয়া কান্য কুব্জ দেসে যাত্রা করিল। ছেক ন্দর লোক দ্বারায় এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হিন্দস্থানে জাও নেরপথ রুর্দ্ধকরিতে সেনা পাঠাইল, মাহিয়ার ও জানুছপার নামক দুইজন প্রিয় মন্ত্রি ছিল তাহারা সর্ব্বদা দারার

নিকটে থাকিত তাহারা দুইজনে পরামুস করিল যে দারার দুঃভাগ্য ঘটিয়াছে দিনেক দুইদিরে মধ্যে ছেকন্দরেরহস্তে ধরা কিম্বা মারা পড়িবেক, অতএব আমরা দারাবকে বধ করিয়া ছেকন্দরকে জানাইলে তুষ্ট হইয়া আমারদিগেরবহু ধন ও গ্রাম দিবে এবং আমারদিগকে প্রধান মন্ত্রি করিবেক এই মন্ত্রনা স্থির করিয়া যখন দারা আস্তখর হইতে যাত্রা করিয়া কথক দূর গমন করিলে ইহারা দুইজনে দারার দুই পা.র্শ রক্ষার্থে জাইতেছিল আর২ লোকেরা অগ্র পশ্চাৎ কিছুদুরে ছিল, দারাকে পথি মধ্যে অন্ধকার রাত্রে একা পাইয়া প্রথমত জানুছপার দারার বক্ষস্থলে এক ছুরিকা ঘাত করিল পরে মাহিয়ার দারার বাহুতে এক তলওয়ার আঘাত করিল তাহাতে দারা অত্যন্ত কাতর হইয়া অশ্বহইতে ভুমে পতিত হইলে ঐ দুইজন উজির দারাকে বিনাশ করিয়া তৎক্ষণাত ছেকন্দরের নিকট কহিয়া পাঠাইল যে দারা হিন্দ স্থানে জাইতে ছিল আমরা দুইজনে পথমধ্যে তাহাকে বিনাশ করিয়াছি, ছেকন্দর এইসংবাদ পাইয়া প্রাতে দারা যে স্থানে আঘাতি হইয়াছিল সেইস্থানে আসিয়া দারাকে দেখিয়া অনেক খেদ পুর্ব্বক রোদণ করিয়া দারার মস্তক আপনি ক্রোড়ে লইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিল, দারা চক্ষু মুদিত করিয়া ছিল ছেকন্দরের রোদনে চক্ষু উম্মিলন করিয়া দেখিল যে ছেকন্দরের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছি তখন এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল ছেকন্দর কহিল আপনি ভাবিত হইবেননা; এখনি আপনাকে বাটীতে লইয়া চিকিৎসা ও ঔষধি দ্বারা আরোগ্য করিব দারা কহি৽

আমার অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে আর চিকিৎসা ওঔষধি
করিবার সময় নাই তুমি এখন ইরানের বাদসাহ হও ছেক
ন্দর কহিল তোমাকে নষ্ট করিবার মনস্ত কোন প্রকারে আ
মার ছিলনা, আমার মানস তোমাকে ইরানের বাটিতে
লইয়া চিকিৎসা করি যদি পরমেশ্বরের অনগ্রহতে আপনি
রক্ষা পাও তবে তোমার রাজ্য ও বাদসাহি তোমাকে দিয়া
আমি এখান হইতে অন্যদেশে যাইব, আমি আপন মাতার
নিকট সকল জ্ঞাত হইয়াছি তুমিও আমি দুইজন দারাবের
পুত্র। অতএব তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমার এদশা
দেখিয়া আমি খেদান্বিত হইয়াছি, ইহা কহিয়া অনেক রোদণ
করিল আর কহিল যে২ ব্যক্তি আপনাকে আঘাত করি
য়াছে তাহার দিগকে উপযুক্ত দণ্ড করিব তখন দারা কহিল
আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে তোমার স্নেহ ও মিষ্ঠ
বাক্য দ্বারা আয়ু পাইবনা, কিন্তু তোমার সিষ্টাচারিতে হৃষ্ট
চিত্ত হইলাম তোমাকে কিছু কহিতে বাঞ্ছা করি যদি তুমি
আমার বাক্য প্রতিপালন কর ছেকন্দর কহিল আপনি যাহা
কহিবেন তাহা আমি সাম্যক প্রকারে প্রাণতুল্য গ্রাহ্য
করিব; দারা কহিল আমার তিন চারিটা কথা আছে তাহার
প্রথম এই আমার পরিবারকে অসম্ভ্রম ও অনাদর করিবা
না সর্ব্বদা তাহার দিগের মান রক্ষা করিবা। দিতীয় আমার
রোসনক নাম্নী প্রীয় এক কন্যা আছে তাহাকে তুমি বিবাহ
করিয়া তাহার গর্ভে যদি পুত্র হয় তাহার নাম এছফন্দিয়ার
রাখিবা তৃতীয় আমি অগ্নিপূজার ওজরদহস্তধর্ম্মের যে২ নিয়ম
প্রচার করিয়াছি তাহা নষ্ট নাকরিয়া পূর্ব্বাগত বাদসাহ লহ

রাস্প ও গোস্তাস্প অবধি যে প্রকার হইয়াছে তাহাই রাখি বা কদাচ অন্যথা করিবা না। ছেক দরক হিল আপনি যেমত যেমত কহিলেন তাহা অবশ্য করিব। পরেদারা ছেকন্দরের হস্ত ধারণ করিয়া আপন মুখের উপর রাখিয়া একদীর্ঘ নিশ্বাষ ত্যাগ করে তৎ সঙ্গে তাহার প্রাণ বায়ু স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ছেকন্দর অনেক রোদন করিয়া এক স্বর্ণময় সিন্ধুকে দারার মৃত্যু কায়া রাখিয়া বাদসাহি রিতিমতো আচ্ছাদিত করিয়া সে স্থানহইতে লইয়া তাহার পৈতৃক গোরস্থানে গোর দিল॥ দারা চত্তুদ্দস বৎসর ইরানের বাদসাহি করিয়া ছেকন্দরের সহিত যুদ্ধে পরাভব হইয়া হিন্দুস্থানে যাইতে ছিল পথিমধ্যে আপনার দুইজন প্রিয়ো উজির জানুছপার ও মাহিয়ার দারাকে অস্ত্রাঘাত করে তাহাতেই তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল॥

ছেকন্দরের বাদসাহি ও পৃথিবি ভ্রমণ ॥

ছেকন্দর দারার মৃত্যুর পর ইরানের বাদসাহ হইয়া সেই দুই উজির জানুছপার ও মাহিয়ারকে আনাইয়া শুলেদিতে আজ্ঞা করিলেন॥

নগরে ঘোষয়না এই দেহ সমুদয়।
প্রভু হত্যা করিয়াছে যেই দুরাসয়
তার প্রতিফল দেখ সকলে আসিয়া।
ছেকন্দর শুলে দিল বিচার করিয়া॥

ইরানের সমস্ত লোক ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া ছেকন্দরকে বিস্তর প্রশংসা করিয়া শরণাগত হইল, ছেকন্দর সমস্ত

প্রধান ও সরদার দিগকে ডাকাইয়া যে যেকর্ম্মে নিযুক্তছিল তাহাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিল; আর পূর্ব্বাপেক্ষা সকলের সম্মান ও মর্য্যাদা অধিক করিল এবং দারার বেগমেরনিকটে কহিয়া পাঠাইল যে দারার মৃত্যু কালে তাহার কন্যা রোসনককে বিবাহ করিতে কহিয়াছে অতএব আপনি রোসনককে আমার নিকট পাঠাইবা, রোসনকের মাতা ইহা শুনিয়া অনেক ধন রত্ন বস্ত্র দাস দাসি সঙ্গে দিয়া রোসনককে ছেকন্দরের নিকট পাঠাইলে ছেকন্দর আপনার রিতিমত রোসনককে বিবাহ করিয়া ইরানে কিছুদিন থাকিয়া তথায়নিয়ম স্থাপিত করিয়া হিন্দস্থানে যাত্রা করিল॥

ছেকন্দরের হিন্দস্থানে যাত্রাও
কিদহিন্দুর বিবরণ

ছেকন্দর সসৈন্যে ইরান হইতে হিন্দস্থানের রাজ্যাধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। কিদহিন্দ নামক হিন্দুস্থানের বাদসাহ ছিল সে ক্রমাগত দশরাত্র নিদাবসে আশ্চার্য্য সপ্ন সন্দর্শণ করিয়া পণ্ডিত গণকে সেই সপ্নের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিল? তাহারা কিছু উত্তর করিতে পারিলনা পরে উজিরেরা কহিল মেহরান নামক এক জন তপস্বি এই নগরে আছেন কিন্তু তিনি কাহার নিকট গমনাগমন করেন না; তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও মনের কথা সকলি কহিতে পারেন তাঁহাকে জ্ঞাত করিলে অনায়াসে এই সপ্নের মর্ম্ম কহিতে পারিবেন। কিদহিন্দু উজিরকে সঙ্গে লইয়া মেহারান তপস্বির বাটিতে গিয়া সপ্ন বিবরণসকল তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন

প্রথম রাত্রের স্বপ্ন বিবরণ এক অতি বৃহদ পুরি তাহার দ্বার নাই এক ক্ষুদ্র ছিদ্র মাত্র সেই বাটিতে আছে; এক মত্ত হস্তি সেই ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা সেই পুরির মধ্যে প্রবেশ করিল তাহাতে কোন কষ্ট হইলনা; কিন্তু গমনকালে হস্তির শুণ্ড ঐ ছিদ্রেতে লাগিয়া থাকিল । ১ ।

দ্বিতিয় রাত্রে এক শুন্দর যুবক পুরুষ সেই বাটিতে রাজ সিংহাসনে বসিয়াছে । ২ ।

ত্রিতিয় রাত্রে একখান অতি শুক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্রকে চারিজন পুরুষে চতুর্দ্দিগে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে ঐ বস্ত্র ছিন্ন হইতেছে না এবং ঐ চারিজন পুরুষ বস্ত্র টানিতে ক্ষান্ত হইতেছেনা ঃ ৩ ঃ

চতুর্থ রাত্রে এক পুরুষ তৃষ্টাযুক্ত হইয়া এক নদির তিরে জল পান করিতে গেল সেই সময়ে একমৎস্য ঐ নদীহইতে বাহির হইল সেই পুরুষ ঐ মৎস্য দেখিয়া পলায়ন করিলে মৎস্য এবং নদীর জল ঐ পুরুষের পশ্চাত ধাবমান হইল সেই পুরুষ কৃমাগত অতি বেগে ধাবমান হইতেছে ঃ ৪ ঃ

পঞ্চম রাত্রে অতি শুন্দর এক নগর তথাকার সমস্ত লোক অন্ধ কিন্তু তাহারা তন্নিমিত্ত্য ক্ষুব্ধ নহে, আর স্বাভাবিক মনুস্যের ন্যায় কৃয় বিকৃয়াদি করিতেছে ঃ ৫ ঃ

ষষ্ঠরাত্রে এক নগর দেখিলাম সেখানকার প্রায় সমস্ত লোক পিড়িত অত্যল্প লোক শুস্থ আছে কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা খেদিত ও দুখিত এবং অর্থাভাবে ওষ্ঠাগত প্রাণহইয়া রহিয়াছে; আর ঐ সকল পীড়িত লোকেরা তাহারদিগেরকে দেখিতে ও তত্ত্বাবধান করিতে জায় ঃ ৬ ঃ

সপ্তরাত্রি একঅশ্বের দুইমুখ দুইমুখে তৃণাদি অধিক আহার করিতেছে কিন্তু তাহার মল দ্বার নাই। ৭।

অষ্টম রাত্রি একস্থানে তিনটা জলের জালা রহিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে দুইটায় জল পরিপূর্ণ আছে মধ্যের জালা শুন্য ও শুষ্ক কিন্তু ঐ দুই পার্শ্বের জালাহইতে মধ্যের জালায় অনবরত জল দিতেছে তাহাতে মধ্যের জালা পরিপূর্ণ ও আর্দ্র্য হইতেছেনা; এবং দুই পার্শ্বের জালার জল শুন্য হয় না। ৮।

নবম রাত্রি এক ক্ষেত্র মধ্যে গাভি ও বৎস রহিয়াছে সেই গাভী ঐ বৎসেরস্তনপানকরিতেছে তত্রাপি কৃষ ও দুর্ব্বল হই তেছেকিন্তু বৎস সবল ও পুষ্ট হইতেছে। ৯।

দশম রাত্রি এক মাঠের মধ্যস্থলে এক বৃহদ সরোবর তাহাতে জল বিন্দুনাই শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে কিন্তু ঐ সরোবরের চারি পাড়ে ও মাঠে জল পরিপূর্ণ আছে। ১০।

কিদহিন্দু কহিল হে তপস্বি আপনি বিচার করিয়া এইদশ প্রকার সপ্নের ফলাফল আমাকে বিশেষ করিয়া বল? মেহ রান তপস্বি কহিল তুমি কোন মতে ভাবিত হইবানা; ইহাতে তোমার কোন ব্যাঘাত হইবেনা, ছেকন্দর বাদশাহ এ প্রদেশে আসিতেছে তুমি সাবধান থাকিবা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলে পরাজয় হইবা অতএব ছেকন্দরের সঙ্গে কদাচ যুদ্ধ করিবানা, তোমার নিকট যে চারি অপূর্ব্ব বস্তু আছে সেই চারিবস্তু তাহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এখানকার বাদশাহ রাখিয়া আপনি অন্যত্রে জাইবে। সে চারি বিশেষ বস্তু কহি। প্রথমতঃ তোমার এক

পরমশুন্দরি কন্যা আছে; দ্বিতিয়া একজন জৌতিশ পণ্ডিত তোমার সভায় আছে; ত্রিতিয়তঃ একজন বিজ্ঞ সত বিবেচক বৈদ্য তোমার সভায়আছে; চতুর্থতঃ একরত নির্ম্মিত কটোরা তোমার ভাণ্ডারে আছে তহাতে জল অথবা পানিয় দৃব্য রাখিয়া অগ্নিতে কিম্বাশুর্য্যেররাখিলে উৎপ্ত হয়না, আর পান করিলে ক্ষয় হয় না; এই চারি পদার্থ তাহাকে দিলে তুষ্টহইবে কিদহিন্দু কহিল আপনি যেমতআজ্ঞা করিলেন তাহা করিব কিন্তু দশ প্রকার সপ্নের বিবরণ আপনার মুখে শুনিতে বাঞ্ছা করি মেহরান তপস্বি কহিল প্রথম এক বৃহদ পুরি তাহার দার নাই এক শুক্ষ্ম ছিদ্র মাত্র আছে ? সে পৃথিবী আর হস্তি স্বরূপ ছেকন্দর বাদসাহ ছিদ্র দ্বারা হস্তি গমনা-গমন করিবে কিন্তু শুণ্ড থাকিবেক অর্থাৎ ছেকন্দর বাদ সাহ কিছদিন পরে গতো হইবে কিন্তু শুণ্ড স্বরূপ তাহার নাম জাবত পৃথিবী তাবত থাকিবেক ঃ ১ ঃ

দ্বিতিয় তুমি এক শুন্দর পুরুষ সিংহাসনে বসিয়াছে দেখি য়াছ যে তুমি গতো হইলে তোকার বংস ভিন্ন অন্য এক জন তোমার রাজ্যে বাদসাহ হইবেক ঃ ২ ঃ

ত্রিতিয় শুক্ষ্ম বস্ত্র চারিজনে আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে বস্ত্র ছিন্ন হয় না এবং তাহারাও ক্ষন্ত হয় না; সে শুক্ষ্ম বস্ত্র ধর্ম্ম তাহাকে সকলেই সধর্ম্ম বলিয়া স্থাপিতার্থে আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে ধর্ম্ম স্বরূপ সেই বস্ত্র খণ্ড হয় না, এবং কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেনা ঃ ৩ ঃ

চতুর্থ তৃষিত মৎস্য ও নদীর জল দেখিয়া পালাইতেছে? কোন সময়ে পৃথিবিতে অনেক লোক নাস্তিক দেখিয়া ঈশ্বরের অবতার বিশেষ প্রকাশ হইয়া সকলকে ঈশ্বরের শুদ্ধ পথ ও জ্ঞান দিতে ডাকিলে তাহারা সকলে পালাইবে। ৪।

পঞ্চম অন্ধ সকলে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে? কিছু দিন পরে এমত সময় উপস্থিত হইবে যে সকলের জ্ঞান চক্ষু থাকিবেনা ও হিতাহিত বোধ থাকিবেনা কেবল বিশয় তৎপর হইবে। ৫।

ষষ্ঠ পিড়িত লোকেরা শুস্ত লোকের দিগের তত্তাবধান করিতেছে? পৃথিবীতে এমত এক সময় হইবে যে তৎকালে মনুস্য স্বধর্ম্ম ত্যাগি ও মূর্খ হইবে‚ অতি অলপ লোক স্বধর্ম্মাশ্রয়ী ও পণ্ডিত থাকিবেক কিন্তু ঐ স্বধার্ম্মি ও পণ্ডিতদিগের তত্তাবধান ঐ ধর্ম্ম ত্যাগি মূর্খেরা করিবে। ৬।

সপ্তম দুই মস্তক যুক্ত অশ্ব তাহার মল দ্বার নাই? কালেতে মনুস্য এমত লোভি হইবে যে সর্ব্বদা মানস ও প্রকাস রূপে কহিবে ঈশ্বর দুই মুখ দিলে পরিতোষ করিয়া আহার করি কিন্তু দান রহিত হইবেক। ৭।

অষ্টম তিনটা জলের জালা তাহার দুইটায় জল পরিপূর্ণ আছে একটা খালি? ক্রমে এমত সময় উপস্থিত হইবেক যে পৃথিবীর দুইভাগ লোকধনি আর একভাগ দুখি ও কাঙ্গাল ঐ ধনি লোকেরা কাঙ্গাল গণকে পরিতোষ করিতে পারিবেনা। ৮।

নবম গাভি বৎসের দুগ্ধ পান করিতেছে ? আর বার এমত এক সময় উপস্থিত হইবেক যে ধনি ব্যক্তিরা এমত লোভি হইবেক যে দুখি ও কাঙ্গালদিগের ধন হরণ করিবেক ৯ দশম এক শুষ্ক সরোবর, তাহার চারি পাড়ে জল আছে ? কিছুদিন পরে পৃথিবীতে একজন মুর্খ বাদশাহ হইবে কিন্তু অনেক বিদ্যান ও পণ্ডিত তাহার দ্বারস্থ থাকিবেক। ১০।

মেহেরান হইতে কিদ এই কথা শুনে।
তুষ্ট হইয়ে গেল চলে আপন ভবনে॥

কিছুদিন পরে ছেকন্দর হিন্দুস্থানে পৌছিয়া কিদহিন্দকে পত্র লিখিল যে তুমি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষ্যাত করিবা কিদহিন্দু বাদশাহ এই পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল আপনার পত্র পাইয়া সির ধার্য্য করিলাম পরন্তু অমার উত্তম চারি দ্রব্য আছে যদি আপনার গ্রহণ যোগ্য হয় তবে তাহা সঙ্গে লইয়া গিয়া সাক্ষ্যাত করি; দুত দারায় পত্র পাইয়া তুষ্ট হইয়া ছেকন্দর কহিল এসকল অমুল্য দ্রব্য আমার সভা সত গিয়া আনিবেক, পরে দুতের সঙ্গে ছেকন্দরের সভাসত কিদহিন্দুর নিকট পৌছিলে তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া আপন কন্যাকে নানাঅলঙ্কারে ভুষিত করিয়া দাস দাসিএবং জ্যৌতিষের পণ্ডিত ও বৈদ্য ও রত্ন নির্ম্মিত পেয়ালা ঐ সভা সতের সঙ্গে ছেকন্দরের নিকট পাঠাইল। ছেকন্দর পণ্ডিত ও বৈদ্যকে আপন সভায় রাখিয়া কন্যা ও পেয়ালা অন্তঃপুরে পাঠাইলেন কিঞ্চিত বিলম্বে কিদহিন্দু আসিয়া ছেকন্দরের সহিত সাক্ষ্যাত করিল ছেকন্দর কিছুদিন তথায় থাকিয়া

কিদহিন্দকে ঐ হিন্দুস্থানের বাদসাহি দিয়া আপনি কান্য কুব্জ দেশে যাত্রা করিল ॥

ছেকন্দর কান্য কুব্জে গমন ও
কূরহিন্দির যুদ্ধ ॥

ছেকন্দর হিন্দুস্থান হইতে সসৈন্যে কান্য কুব্জ দেশে পৌঁছিয়া তথাকার বাদসাহ কুরহিন্দিকে পত্র লিখিল যে তুমি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাত কর। কুরহিন্দি পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল তুমি দারাকে মারিয়া আপনাকে অতি যোদ্ধা জ্ঞান করিয়াছ তাহাকে তুমি যুদ্ধে মারিতে পার নাই তাহার উজিরেরা মারিয়াছিল। আর কিদহিন্দ সে কাপুরুষ ভয়েতে শরণাগত হইয়াছে; বাদসাহ হইয়া যুদ্ধ করিতে ভয় করিলে তাহার বাদসাহি থাকেনা; আমি তোমাকে ভয় করিনা। এইপত্র ছেকন্দর পাইয়া তাহারসঙ্গে ইরানি ও রোমি অ-নেক সেনা ছিল তথাপি হিন্দুস্থানি সেনা কিছু সংগ্রহ করিল সর্ব্বশুদ্ধ আসি হাজার অশ্বারোহিহইল তাহার চল্লিশ হাজার রোমি ত্রিশ হাজার ইরানি ও দশহাজার হিন্দুস্থানি। কুরহি ন্দির সাইট হাজার অশ্বারোহি সেনা দুই হাজার যোদ্ধাহস্তি ছেকন্দরের সেনা অনেকহস্তি দেখিয়া ভিত হইল, ছেক ন্দর তাহা শুনিয়া হকিমদিগে ডাকিয়া কহিল হস্তিমারিবার কোন সদোপায় চিন্তাকর ॥

আরস্ত প্রভৃতি হকিমের কামানের সৃষ্টিরবিবরণ

তখন আরাস্তা তাল্লিছ হকিম আর হকিমদিগের লইয়া পরামর্স করিয়া কামানের শ্রুষ্টি করিলেন ঐ কামান লৌহ

নির্ম্মিত শকটোপরি রাখিয়া তাহার মধ্যে বারুদ ও গুলি দিয়া ঐ কামানের পৃষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে ঐ কামানের মধ্য হইতে উত্তপ্ত লৌহ গোলা নির্গত হইয়া হস্তি ঘোটক মনুষ্যাদি জাহার উপর পতিত হয় সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। ছেকন্দর তাহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক সহস্র লৌহ কামান ঘোট্যাকারঃ প্রস্তুতকরাইয়া কুরহিন্দিরসহিত যুদ্ধ করিতেচলিল, কুরহিন্দির সেনারা ছেকন্দরের সেনার অগ্রভাগে শকটোপরি লোহার ঘোটকসকল দেখিয়া জাহুছ দিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে সৈন্যের অগ্রে শকটোপরি ঘোটকাকৃত কি বস্তু ? তাহারা কহিল ছেকন্দরের তোপখানা; হকিমেরা প্রস্তুত করিয়াছে। হিন্দুস্থানের লোকেরা কখন তোপ দেখেনাই এবং ইহার পূর্ব্বে তোপের প্রস্তুত ছিলনা তোপের নাম ও কেহ শুনে নাই; তাহারা অকুতভয়ে দুই সহস্র যোদ্ধা হস্তি অগ্রে করিয়া যুদ্ধ করিতে আইল;তখন ছেকন্দর আজ্ঞা করিলেন যে একেবারেই একসহস্র অশ্বারোহি জাহারা তোপের কর্ম্মে সুশিক্ষিত হইয়াছে তাহারা ঐ সহস্র তোপ অগ্নিসংযোগকরুক। তাহারা তৎক্ষনাত্ তোপে অগ্নি প্রদান করিলে তাহাতে বজ্রাঘাতের অপেক্ষা অধিক রুদ্ধ হইয়া গোলা সকল বাহির হইয়া কুরহিন্দি বাদসাহের হস্তি ও সৈন্য সকলের উপর পড়িতেলাগিল তাহাতে অনেক হস্তি ও সেনা মরিল হস্তি যে কএকটা ছিল তাহারা তোপের শব্দে পলাইল; আর সেনারা তাহা দেখিয়া পলায়ন করিল ছেকন্দর আপন সেনা লইয়াকুরহিন্দিরসৈন্য মধ্যেপড়িয়া অনেক সেনা বিনাশ করিল ॥

তোপেতে মরিল বহু হস্তি আর সেনা
অগ্নি সঙ্গে করে যুদ্ধ নাহি কেন জনা।
অবশিষ্ঠ হস্তি জাহা ছিল পালাইল।
অগ্নিতে পুড়িয়া সেনা অস্থির হইল।

কুরহিন্দির সেনা পল ইল দেখিয়া কুরহিন্দি সে দিবস যুদ্ধ স্থকিত রাখিয়া পুনরায় অনেক সেনা সংগ্রহ করিল কিন্তু হস্তি যে কয়েকটা ছিল তাহার দিগের রণস্থলে কোনমতে লইয়া যাইতে পারিলনা; উভয় সেনায় সায়ংকাল পর্য্যান্ত অনেক যুদ্ধ করিয়া রাত্রি আগত দেখিয়া আপন২ স্থানে গমন করিল। পর দিবস প্রাতে দুই সেনা শুসজ্জিভূত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলে ছেকন্দর কুরহিন্দিকে কহিয়া পাঠাইল অদ্য তোমায় আমায় যুদ্ধ করি সেনা গণকে হত করিবার আবিস ক নাই।

দুই বলবান বটে বাদসাহ দুজন।
দুইজনে রণস্থলে চল করি রণ ॥
তির তলওয়ার গদা অস্ত্রাদি লইয়া ঃ
দুইজনে করি যুদ্ধ সহায় তেজিয়া ঃ
উভয়ের মধ্যে যেবা জয়যুক্ত হবে ঃ
উভয়ের রাজ্যে সেই অধিকারি হবে ঃ

কুরহিন্দি এই কথা শুনিয়া কহিল আমি ছেকন্দর হইতে কোন অংশে ন্যুন নহি আমারো ছেকন্দরের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা তুমি ছেকন্দরকে রণস্থলে আসিতে বল দূত মুখে এই বাক্য শুনিয়া ছেকন্দর রণস্থলে আইল

আর কুরহিন্দি তথায় আসিয়া অতি তৎপর হইয়া ছেকন্দরকে এক তলওয়ার মারিল তাহাতে ছেকন্দরের অঙ্গের কবচ কাটিল, তখন ছেকন্দর ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কুরহিন্দির মস্তকে এক তলওয়ার মারিল তাহাতে কুরহিন্দির মস্তক হইতে নাভিপর্য্যন্ত দুইভাগ হইয়া অশ্ব হইতে ভূমে পতিত হইল উভয় পক্ষের সেনা ছেকন্দরের বীরত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তাহাকে অনেক প্রসংসা করিল; পরে ছেকন্দর কুরহিন্দির প্রধান সেনাপতি দিগকে ডাকাইয়া প্রবোধ করিয়া কহিলেন আমি এদেশে থাকিবনা তোমারদিগের মধ্যে একজন উপযুক্ত দেখিয়া বাদসাহ করিয়া অন্য দেশে জাইব, তাহারা ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ছেকন্দরকে ভেট ঢৌকনাদি প্রদান করিয়া কুরহিন্দির দুর্গ মধ্যে লইয়া ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে ছেকন্দর সেই ভাণ্ডারের ধন সেনাদিগকে অংশ করিয়া দিলেন আর তাহাদিগের মধ্যে পহলওয়ান নামে একজন প্রধান ব্যক্তিকে কান্যকুব্জ দেশের বাদসাহ করিয়া দুইমাস তথায় থাকিয়া মককায় যাত্রা করিল ঃ

ছেকন্দরের মককা দেশে গমন।

ছেকন্দর কান্যকুব্জ দেশে শুনিল যে এবরাহিম খলিল্লা ঈশ্বরের পুন্যার্থে মদিনা সহরে এক পবিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম মককা রাখিয়াছেন। পরন্তু পরমেশ্বর সেই মন্দির আপন গৃহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যদ্যপি পরমেশ্বর আহার, নিদ্রা সুখ; দুঃখ, স্ত্রী; পুত্র, ঘর ইত্যাদি রহিত বটে তথাপি আপন নামে এক স্থান নিরূপণ

করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে সামান্য ও সংশয় যুক্ত মনুষ্য দিগের ভজনার কারণ এইস্থান আমার চিহ্নিত রহিল; কিন্তু জ্ঞানিগণের পক্ষে ভজনার স্থান সর্ব্বত্র সমান ভজনার স্থান ও কালের নিয়ম নাই সে যাহা হউক ছেকন্দর ঐ স্থানের প্রসংসা শুনিয়া দেখিতে বাঞ্ছিত হইয়া কান্যকুব্জ হইতে মক্কায় যাত্রা করিলেন, যখন মক্কায় পৌছিলেন নছির আকলব নামে এবরাহেম খলিলুল্লার পৌত্র মক্কা দেবালয়ের প্রধান পূজক এবং তথাকার অধিপতি ছিল ছেকন্দরের আগমনের বার্ত্তা পাইয়া অনেক উপঢৌকনীয়দ্রব্য লইয়া ছেকন্দরের সহিত সাক্ষাত্ত করিলে ছেকন্দর তাহাকে অনেক সমাদর পূর্ব্বক সঙ্গেলইয়া আপনি পদব্রজে মক্কায় দেবালয় দর্শন করিতে গেলেন। পরে এবরাহিমের সন্তান ছেকন্দরকে জানাইল যে খদায়া নামক এদেশের প্রধান বাদসাহ আমার দিগের প্রতিপালনের ও মক্কার অতিথি সেবার নিমিত্ত এমন ও হোজ্জাজ নামে দুই নগর বৃত্তি স্বরূপ ছিল তাহা বলদ্বারা লইয়াছে ছেকন্দর ইহা শুনিয়া আপনসেনা পাঠাইয়া খদায়ার সহিত যুদ্ধ করত তাহাকে বধ করিয়া এমন ও হোজ্জাজ দুই নগর আছমাইল অর্থাৎ এবরাহেমের সন্তান দিগকে প্রদান করিয়া সেখান হইতে মেছর দেশে যাত্রা করিলেন। মেছরের বাদসাহ শুনিয়া ছেকন্দরের নিকট আসিয়া অনেক উপঢৌকন দিয়া সাক্ষাত করিল। ছেকন্দর একবৎসর সসৈন্য সেই স্থানে বিশ্রাম করিলেন; আর মেছর নগরে শুনিলেন যে এন্দিছ দেশে কিদাফা নাম্নি এক স্ত্রিলোক বাদসাহি করি

তেছে তাহার অনেক সৈন্য সামন্ত আছে সেইদেশে যাত্রা করিলেন। কিদাফা এই সমাচার পাইয়া একজন চিত্রকর পাঠাইয়া গোপনে ছেকন্দরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া গেল। কিছুদিন পরে ছেকন্দর কিদাফার রাজ্যের মধ্যে পৌছিয়া তাহাকে পত্র লিখিলেন যে আমার নিকট আসিয়া সাক্ষ্যাৎ করিয়া কর নিরূপণ কর অথবা আমার সহিত যুদ্ধকর; কিদাফা ছেকন্দরের পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল তুমি দারাকে মারিয়া অহঙ্কৃত হইয়াছ আমি তোমাকে ভয় করি না, কারণ তাহা অপিক্ষা আমার অনেক সেনা আছে; ছেকন্দর এইপত্র পাইয়া রাগত হইয়া ফরথার দেশে আসিয়া তথাকার বাদসাহ কিদাফার জামাতা কিদরূস নামক ছিল; তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কিদরূসকে ও তাহার স্ত্রী কিদাফার কন্যাকে ধৃত করিয়া আনিয়া আপনার এক উজির নয়তকুনকে কহিলেন তুমি আমার পরিছদাদি পরিধান করিয়া আমার তক্তে বসিয়া বাদসাহ হইয়া কিদাফার জামাতা ও কন্যাকে কাটিতে হুকুম দিবা। আমি তোমাকে কহিব হে বাদসাহ, এইদুই জনের অপরাধ মাজনা করিয়া আমাকে ভিক্ষাদেন তুমি সেইমত করিবা, ইহা কহিয়া ছেকন্দর কথিত মত করিলেন। ছেকন্দর নয়তকুন উজিরের পোষাক পরিধান করিয়া ছেকন্দরের দূত হইয়া কিদরূসকে ও তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কিদাফার নিকট যাইবার নিমিত্ত কৃত্রিম ছেকন্দরের নিকট বিদায় হইলেন তখন কৃত্রিম ছেকন্দর কিদরূসকে কহিল আমার উজির নয়তকূন তোমার দিগের প্রাণদান দিলেক তুমি ইহার সঙ্গে যাইয়া

তোমার মাতা কিদাফাকে আমার নিকট শিঘ্র আনিবা, যখন দূত কিদরূসকে সঙ্গেকরিয়া কিদাফার নগরে উপস্থিত হইলেন কিদাফা আপনার সভার প্রধান ২ ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া অগ্রসর আসিয়া দূতকে অনেক সমাদর করিল পরে আপন কন্যা ও জামাতাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া ছেকন্দরের যুদ্ধে কএদ হইবার ও তথা হইতে মুক্তহইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে কিদরূস কহিল ছেকন্দর আমার দিগের দুইজনার মস্তক কাটিতে আজ্ঞা করিয়াছিল কিন্তু এইদূত ইহার নাম নয়তকুন ছেকন্দরের উজির ছেকন্দরকে অনেক বুঝাইয়া আমার ও তোমার কন্যারপ্রাণদান দিয়াছে অতএব ইহাকে বিশেষ রূপে পুরস্কার করা উচিত। আর ইহাকে এমত যত্ন পূর্ব্বক রাখিবা যে কোন প্রকারে ইহার ক্লেস ও অসম্মান নাহয়, পরে কিদাফা ছেকন্দরের দূতকে সঙ্গে লইয়া বাটিতে আসিয়া আপন নিকট বসাইয়া অনেক সমাদর করিলেন, এবং আপনার এক বাটিতে বাসা দিয়া নানা মত আহারীয় দিব্য পাঠাইল; ক্ষণেকবিলম্বে দূতবিদায় হইয়া বাসায় গেল। পর দিবস প্রাতে কিদাফার নিকট দূতআইলে কিদাফা পুনঃ ২ দূতকে নিরক্ষণ করিয়া এক গৃহে আহারীয় দ্রব্য আয়োজন করিতে কহিয়া কিদাফা দূতকে সেই গৃহে লইয়া একত্র আহার করিতে বসাইয়া পুনঃর্ব্বার দূতের মুখ বিলক্ষণ রূপে নিরক্ষণ করিয়া সেখানহইতে উঠিয়া একতক্তে বসিয়া একজনকে ছেকন্দরের প্রতিমুর্ত্তি আনিতে কহিল সে তৎক্ষণাত আনিল তখন ঐ দূতের অবয়ব প্রতিমুর্ত্তির সহিত ঐক্য করিয়া বুঝিল যে ছেকন্দর আপনি দূত হইয়া আসি

য়াছে। তৎকালে প্রকাশ নাকরিয়া দূতকে কহিল তোমাকে কি নিমিত্তে ছেকন্দর আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা বল? দূত কহিল ছেকন্দর কহিয়াছে যদি তুমি তাঁহাকে কর প্রদান কর তবে আমার সহিত সাক্ষ্যাত করিতে চল; নচেৎ যুর্দ্ধ করিতে প্রস্তুত হও। কিদাফা ইহা শুনিয়া রাগত হইয়া কহিল তুমি অদ্য বাসায় গমন কর কল্য ইহার উত্তর দিব। তখন দূত বিদায় হইয়া বাসায় গেল পর দিবস দূত কিদাফার নিকট আইলে কিদাফা সভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া এক বিরল স্থানে জাইয়া ছেকন্দরের প্রতিমূর্ত্তি আনাইয়া আপন নিকটে রাখিয়া ঐ কৃত্তিম দূতকে সে স্থানেআনিতে কহিল সেই ব্যক্তি ঐ দূতকে লইয়া গেলে কিদাফা এক চৌকিতে বসিতে কহিয়া আর ২ সকলকে বাহিরে জাইতে আজ্ঞা করিলেন; যখন ইহারা দুইজন মাত্র হইলেন তখন কিদফা কহিল ওহে ফয়ল কূছের পুত্র ছেকন্দর সাহ তুমি আমার নিকট এই তক্তে আসিয়া বৈস; দূত কহিল আমাকে আপনি ছেকন্দর সম্বোধন করিলে এ অসঙ্গত উক্তি করিতেছ তখন কিদাফা কহিল॥

শৃগাল চর্ম্মেতে সিংহ ঢাকা নাহি জায়।
বস্ত্র আচ্ছাদনে অগ্নি কভু না লুকায়॥

ইহা শুনিয়া দূত কহিল আপনি আমাকে প্রধান জ্ঞান করিয়াছেন আমি তাহা নহি, কিন্তু যে প্রধানের আজ্ঞাবহ তাহাতে অন্য অপিক্ষা প্রধান বটি এই প্রকার উভয়ে অনেক বচসা হইল তথাপি ছেকন্দর আপনাকে কোন মতে প্রকাস না করিলে কিদাফা ছেকন্দরের সেই প্রতিমূর্তি দূতের হস্তে

দিয়া কহিল এই মূর্ত্তি কাহার তুমি নিরূপণ করিয়া বল ॥

নিজ প্রতি মূর্ত্তি দেখি আস্কার দেখিল।
কাষ্ঠের পুথলি ন্যায় নিস্পন্দ হইল ॥
কিদাফা দেখিয়া তাহা উঠিয়া তখন।
নিজ তক্তে বসাইল করিয়া যতন ॥

ছেকন্দরকে তক্তে বসাইয়া কিদাফা কহিল তুমি বাদসাহি কর নিকটে পণ্ডিত রাখনা রাজধর্ম্ম ও সাস্ত্র বহিভুক্ত কর্ম্ম কি নিমিত্ত্য করিলে; তুমি জ্ঞানকরিয়াছ তোমাকে কেহ চিনিতে পারিবেনা এই বিবেচনা করিয়া আসিয়াছ। কিন্তু বাদসাহ দিগের সকলে দেখেনাই ও চিনে না এ কথা সত্য কিন্তু বাদসাহ দিগের প্রতি মূর্ত্তির দ্বারা সকল বাদসাহকেই সকল বাদসাহ জ্ঞাত আছে সে যা হউক এমতকর্ম্ম আর কখন তুমি করিওনা এ কথা আমি এখন প্রকাশ করিবনা. তুমি ধর্ম্মত সত্য কর যে আমার কিম্বা আমার সন্তানের প্রতি কোন কালেও দৈরাত্য করিবানা সর্ব্বদা বন্ধুভাবে থাকিবা ছেকন্দর সম্মত হইয়া কিদাফার সঙ্গে ঐমত সত্য করিয়া সন্ধিপত্র করিয়া প্রণয় করিলেন। তখন কিদাফা কহিল তুমি এইক্ষণে নিশ্চিন্ত রূপে থাক; পরে খাদ্য দ্রব্য আনাইয়া দুইজনেএকত্রেবসিয়া আহারকরিলেন তৎপরে কিদাফা ছেকন্দরের নিমিত্ত্য নানা বিধ দ্রব্য ও ধন রত্নাদি উপঢৌকন এবং দূতকে পরিতোষিক স্বরূপ অনেক ধন বস্ত্র দিয়া বিদায় করিলেন। ছেকন্দর তথা হইতে যাত্রা করিয়া কএক দিন পরে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সে স্থানে কেবল কথক গুলিন তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করে. তাহারা ছেক

ন্দরের আগমন শুনিয়া এক ব্রাহ্মণকে দূতস্বরূপ পাঠাইলেন আর এই পত্র লিখিলেন যে এস্থানে কেহ রাজা কিম্বা ধনি ব্যক্তি নাই আমরা কথক গুলিন ব্রাহ্মণ ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া ঈশ্বরের ভজনা পূর্ব্বক কাল যাপন করিতেছি আমার দিগের অন্যধন নাই কেবল পরমেশ্বরের নাম মাত্র। ছেকন্দর এই পত্র পাইয়া এবং যে দূত আসিয়াছিল তাহার আকার প্রকারও পরিচ্ছেদ দেখিয়া অবাক হইলেন, দূত কহিল আপনি যদি ধন ও রাজ্য লোভে এস্থানে আসিয়া থাকেন সে ভ্রম হইয়াছে, আর এখানে যদি বাস কর তবে কেবল ফল মূল আহার করিতে হইবে অন্য দ্রব্য এস্থানে অপ্রাপ্ত। ছেকন্দর দূতদ্বারা এইসকল শুনিয়া আপনিও কএকজন পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া ঐ দূতের সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিগের নিকট গিয়া দেখিল যে স্থানেং পর্ব্বতের গুহার মধ্যে কথকগুলিন ব্রাহ্মণ তাহারা সকলেই প্রায় উলঙ্গ কেবল কৌপীন মাত্র; ছেকন্দর জিজ্ঞাসা করিল আপনকার দিগের পরিধান বৃক্ষের ছাল দেখিতেছি আহারের কি বেবস্থা হয়? তাহারা কহিল আমার দিগের আহার ও নিদ্রার কোন যত্ন নাই আহার ফলমূল; সয্যে পৃথিবী; আচ্ছাদন আকাশ, ধন সহিত কেহ জর্ম্মেনাই এবং ধন লইয়া কেহ জাইবেক না। ছেকন্দর কহিল পৃথিবীতে যে জীব বর্ত্তমান আছে ও জাহাগতো হইয়াছে তাহার কোন অংস অধিক? ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিল অনিত্য বস্তুর নিশ্চয় হয়না; যে সকল জীব মরিয়াছে তাহা লয় হইয়াছে আর যে আছে ও হইবে এ সকলি লয় হইবে। ছেকন্দর কহিল পৃথিবীর মধ্যে মৃত্তিকার অংশ অধিক কি জলের অংশ

ব্রাহ্মণেরা কহিল নুন্যাধিক নাই উভয়ে উভয়কে রক্ষা করে ছেকন্দর কহিল পাপাত্মা কে? ব্রাহ্মণ কহিল সকল জীবেই পাপাত্মা কারণ পাপের মূললোভ, অতএব লোভ রহিত জীব হয় না তবে ইহার প্রভেদ অধিক আর অল্প আর যে অহিক সুখ ও ধন লোভি সেইপাপাত্মা আরদুখি; যে পরমার্থ লোভি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম আকখি সেইসুখি, এই প্রকার অনেক কথপ কথন হইলে ছেকন্দরতুষ্ট হইয়াকহিল তোমারদিগের বাঞ্ছা যাহা থাকে তাহা আমাকে বল তাহা অর্থ কিম্বা সামর্থ জাহাতে হয় আমি করিব। ব্রাহ্মণ কহিল আপনি পৃথিবীর রাজা হইয়াছ আমারদিগের জরা মৃত্যু না হয় এমত কর? ছেকন্দর কহিল জন্ম সব্দের অর্থ জ্বকারে জ্বরা ম কারে মৃত্যু অতএব জ্বরা মৃত্যু এই দুই সব্দের আদি অক্ষর একত্র করিয়া জন্মসব্দ হইয়াছে ইহারপ্রথমজ্বরা সেস মৃত্যু জে জন্ম গ্রহণ করিবে তাহার অবস্য মৃত্যুহইবে; জ্বরা মৃত্যু হইতে কেহ মুক্ত হয় নাই ও হইবেন। ব্রাহ্মণ কহিল তবে আপনি বৃর্থা পরিশ্রম করিয়া অনেক জিবকে নষ্ট করিয়া বিশয় কেন গ্রহণ করিতেছ তোমার ও মৃত্যু হইলে এসকল সম্পদ অন্য গ্রহণ করিবে, তোমারপরিশ্রম বৃথা হইবে। ছেকন্দর অনেক ধন ব্রাহ্মণ গণকে প্রদান করিয়া বিদায় হইলেন ব্রাহ্মনেরা তাহা গ্রহণ করিলনা; পরে ছেকন্দর তথাহইতে গমন করিয়া কয়েক দিন পরে এক সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হইয়া অনেক মনুস্যের বসতি দেখিলেন কিন্তু তাহার দিগের স্ত্রি ও পুরুষের এাক প্রকারই বস্ত্র পরিধান এবং তাহার দিগের ভাসাও কিছু বোধ গম্য হইলনা তাহার দিগের আহার কেবল সমদ্রের

মৎস্য মাত্র; ক্ষণেক কাল বিলম্বে সেই সমুদ্র হইতে পীতবর্ণ পর্ব্বতাকার এক বস্তু প্রকাশ হইল, ছেকন্দর তাহা দেখিয়া কহিল একখান নৌকা আনয়ন কর আমি ঐ পর্ব্বত দেখিতে জাইব, পাণ্ডিত ও হকিমেরা কহিল এই নিষ্ফল জল মাত্রছিল কি আশ্চার্য্য জলের মধ্য হইতে অকস্মাৎ এই পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে অতএব আমার দিগের বোধ হয় এ পর্ব্বত নহে কোন বৃহৎ জলচর হইবেক ইহার নিকটে জাওয়া অকর্ত্তব্য। পরন্তু কয়েকজন সামান্য লোক এক নৌকারোহণে যখন তাহার নিকট গিয়া দেখিল যে সে এক বৃহদ মৎস্যাকার কোন জলচর মনুস্য দেখিয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিল তাহার বেগেতে সেই নৌকা ও আরোহি গণেরা জলে মগ্ন হইলে তখন পণ্ডিতেরা কহিল যদি আপনি গমন করিতেন তবে ঐ রূপ নষ্ট হইতেন পরে তথা হইতে কথক দুর গিয়া এক অতি সুরম্য বন ও সরোবর দেখিয়া সেইস্থানে সকলে আহার করিয়া শয়ন করিল। কিছুকাল বিলম্বে সমুদ্র হইতে এক অজাগর ও অগ্নিবর্ণ বৃহদ এক বৃশ্চিক উঠিয়া অনেক লোক নষ্ট করিল। তদ্দৃষ্টে ছেকন্দর সেনাগণকে তির নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিলেন; সেনারা অনেক তির মারিয়া ঐ দুই জন্তুকে নষ্ট করিল। তাহার পর কথক গুলা বৃহদ শুকরও একজন্তু তাহার অর্দ্ধেক গো ও অর্দ্ধেক ব্যাঘ্রের আকার তাহারাও অনেক মনস্য হত করিল; পরে তাহার দিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করাতে কতিপয় জন্তু প্রাণ ত্যাগ করিল ও কথক জল মধ্যে প্রবেশ করিলে ছেকন্দর সেই বন দগ্ধ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥

ছেকন্দরের নানা দেশ ভ্রমণ ॥

কয়েক দিন পরে হাবসির দেশে পৌছিয়া দেখিলেন যে তথাকার সকল লোক অতি কৃষ্ণবর্ণ রক্তাক্ষি তাহারা ছেকন্দরের সেনা দেখিয়া অনেক মনুস্য একত্র হইয়া অস্থি ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ছেকন্দর সেনাদিগে তীর বর্ষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, তাহারা অস্ত্র দ্বারা অনেক হাবসিকে মারিলে তাহারা সকলেই পালাইল। ছেকন্দর তথা হইতে গমন করিয়া কয়েক দিন পরে একস্থানে পৌছিলেন যে সেস্থানের মনুষ্য সমস্ত উলঙ্গ আর অতি দীর্ঘাকার দৈত্যর ন্যায় বলবান তাহারা ছেকন্দরের সেনা দেখিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল সেনারাও তাহাদিগকে অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল তাহাতে তাদিগের অনেক মরিল তখন তাহারা তথা হইতে পলাইয়া গেল। ছেকন্দর তথা হইতে গমন করিয়া কয়েক দিন পরে এক নগরের নিকট উপস্থিত হইলে তথাকার লোক অনেক দ্রব্য সামীগ্র লইয়া ছেকন্দরের সহিত সাক্ষাত করিলে ছেকন্দর তাহারদিগের অনেক সমাদর করিয়া বসাইলেন; পরন্তু নগরের কিঞ্চিৎ দুরে এক পর্ব্বত দেখিয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ পর্ব্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথ আছে কি না? তাহারা কহিল পর্ব্বত দিয়া গমনাগমনের পথ ছিল কিন্তু ইদানীন্তন এই পর্ব্বতোপরি বৃহদ এক সর্প আসিয়া সে পথ রুদ্ধ করিয়াছে; সেই সর্প হস্তি আদি ধরিয়া গ্রাস করে তাহার মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হয় সে যে দিবস পর্ব্বতে কোন

আহার নাপায় সেই দিবস নগরমধ্যে আসিয়া অনেক মনুষ্য ও অশ্ব এবং গো বৎস্যাদি ধরিয়া খাইত, এনিমিত্ত্যে তাবত লোক পরামর্স করিয়া প্রতিদিন সন্ধের সময় পাঁচটা গো ঐ পর্ব্বতে রাখিয়া আসিতে হয় নতুবা সেই সর্প নগর মধ্যে উপস্থিত হইয়া অনেক লোককে ধরিয়া আহার করে। ছেকন্দর এই কথা শুনিয়া পাঁচটা গো আনাইয়া তাহার সমুদয় চামড়া খসাইয়া তন্মধ্যে বিষ পুরিত করিয়া যে স্থানে নগরীয় লোকেরা প্রত্যহ রাখিত সেই স্থানে রাখিয়া আপনি কথক গুলিন সেনা সঙ্গে করিয়া গিয়া দেখিল যে অতি বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ এক অজাগর চন্দ্রের ন্যায় দুইটা চক্ষু এবং রক্ত বর্ণ জিহ্বা হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ দূরে আইলেন। অজাগর গো দেখিয়া সেই স্থানে আসিয়া ক্রমে ঐ পাঁচটা বিশাক্ত গো চর্ব্বন করিয়া গিলিল, ক্ষণেক কাল পরে ঐ বিষ তাহার সরিরে প্রবেস হইসে অতি কাতর হইয়া আছড় পিছাড় খাইয়া অবসন্ন হইল, তখন ছেকন্দর সেনাদিগে তির নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিলেন, অজাগর বিশের জ্বালায় ও তিরের জ্বালায় প্রাণ ত্যাগ করিল তাহা দেখিয়া নগরস্থ তাবতেই ছেকন্দরকে বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিল আমারদিগকে এআপদ হইতে মুক্ত করিলে। ছেকন্দর সে স্থান হইতে গমন করিয়া কয়েক দিবস পরে আর এক পর্ব্বতের নিকট পৌছিয়া তদুপরি উথিত হইয়া দেখিলেন যে এক স্বর্ণ নির্ম্মিত তক্তোপরি এক বৃদ্ধের শব রহিয়াছে তদুপরি কৌমবস্ত্র এবং মস্তকে এক বাদসাহি তাজ আর তক্তের চারি দিগে স্তবে ২ স্বর্ণ ও রত্ন রহিয়াছে, কিন্তু

মনুষ্যের গমনাগমন আছে এমত বোধ হইলনা। ছেকন্দর সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলে এই শব্দ হইল যে তুমি অনেক শত্রু ও মিত্রকে নষ্ট করি।। সমস্ত পৃথিবীর বাদসাহ হইয়াছে ছেকন্দর এই শব্দ শুনিয়া খিদ্যমান হইয়া সেস্থান হইতে গমন করিয়া কয়েক দিবস পরে অতি দূরে এক নগর দৃষ্টী করিয়া সেইস্থানে গিয়া উক্ত নগরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে নগর বাসিরা কহিল এস্থানের নাম হরুম আর নগরের মধ্যে পুরুষ মাত্র নাই কেবল পরম শুন্দরি যুবতী সকল, সেই মাঠে শিবির করিয়া সেই স্থানের বাদসাহকে এই পত্র লিখিলেন যে আমি পৃথিবী ভ্রমন করিতে আসিয়াছি আমার সহিত সাক্ষ্যাত কর আর আমার আজ্ঞা হেলন করিয়া যদি না আইস তবে আমি যুদ্ধ করিয়া তোমার রাজ্য নষ্ট করিব। এইপত্র একজন বিজ্ঞ মনুষ্যকে দূত করিয়া পাঠাইলেন। যখন ঐ দূত নগরের নিকট পৌছিল তখন কথক গুলিন স্ত্রিলোক নগর হইতে বাহির হইয়া দূতের নিকটে আসিয়া পত্রের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাহার উত্তর লিখিল যে তুমি লিখিয়াছ তোমার আজ্ঞা হেলন করিলে যুদ্ধ করিয়া আমার রাজ্য নষ্টকরিবা এইহরুম রজ্যে এত যোদ্ধা স্ত্রিলোক আছে তাহারা সকলে বাহির হইলে তোমারসৈন্য দাড়াইতে স্থান পাইবেনা, যে হেতু ইহারা সকলেই যোদ্ধা. তুমি স্ত্রিলোকের সহিত যুদ্ধ করিলে লজ্জা পাইবে আরযদি তুমি আমারদিগকে পরাভব কর তাহাতে সকলে কহিবে স্ত্রীলোককে জয় করিয়াছেন সে অতি গুরুতর লজ্জার বিশয়; আর যদি